কারাগারে এরদোগানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, তুরস্ক জুড়ে বিক্ষোভ

সারে-জমিন

বিষ্ণুপুরের মুনিনগর বুথে ৯৮৫ জন ভূতুড়ে ভোটারের হদিস

রূপসী বাংলা

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়: নতুন উপাচার্যর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

সম্পাদকীয়

চিকিৎসার অভাবে মৃতের পরিবারে পাশে নওশাদ

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৪ মার্চ, ২০২৫
৯ চৈত্র ১৪৩১
২৩ রমজান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

৪ ওভারে আর্চারের ৭৬ রান, এমন কিছু আগে দেখেনি আইপিএল

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 81 ■ Daily APONZONE ■ 24 March 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

তৃণমূলকে হঠাতে হিন্দু ঐক্যের ডাক শুভেন্দুর

আপনজন ডেস্ক: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের ডাক দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় 'সনাতনি' সংহতি সমাবেশে হাঁটেন তিনি। সেখানে তিনি বলেন, বিজেপির ঝুলিতে যদি ৫ শতাংশ বেশি হিন্দু ভোট আসে, তাহলে আমরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জিতব। হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর এই মিছিল হয়। শুভেন্দু দু'দিন আগে তমলুকে অনুরূপ একটি সমাবেশ করেছিলেন। শুভেন্দু বলেন, এই ধরনের সভা সমস্ত হিন্দুদের ঐক্যের প্রতীক এবং পরবর্তী নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের পতনের ইঙ্গিত। শুভেন্দু বলেন, তিনি বলেন, আমার ধর্মকে বাঁচাতে আমি শহীদ হতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী চোখ বন্ধ করে রাখলে তার দল ধুলোয় মিশে যাবে।

লন্ডনে পা রেখে বিশেষ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

পাখির চোখ বাণিজ্য সম্মেলনের দিকে

আপনজন ডেস্ক: লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে আগুন লাগার ঘটনার কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডন সফরের দিন পরিবর্তিত হয়। তাই তিনি কলকাতা থেকে লন্ডন যাত্রা শুরু করেন শনিবার। শনিবার রাত আটটার বিমানে তিনি প্রথমে দুবাই বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী বিমানের মধ্যে সহযাত্রীদের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করতে ব্যস্ত ছিলেন।
কয়েকজন ভারতীয় সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় তারা মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে দুবাই বিমানবন্দরে তারা হিন্দি গান গেয়ে শোনান বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে।
সেখান থেকে রবিবার ভোরে লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরে পাড়ি দেন বিশ্বের বৃহত্তম বিমানে চড়ে। বিমানটি ভারতীয় সময় দুপুর বারোটা নাগাদ আর স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ।
লন্ডনে তখন শীতের আমেজ। তাপমাত্রা নেমে প্রায় আট ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। সাদা শাড়ির উপর গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সেসময় লন্ডনের আকাশ ছিল মেঘলা। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি ও কনকনে ঠান্ডা বাতাসের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্বাভাবিক মেজাজে। বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা গিয়ে ওঠেন লন্ডনের তাজ সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেলে। জানা গেছে, লন্ডনে মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের হোটেল এটি। এই হোটেলের কাছেই রয়েছে হাইড পার্ক। আর ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে ইংল্যান্ডের রানির বাসভবন বাকিংহাম প্যালেসও। সোমবার লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে হাইকমিশনের সঙ্গে বৈঠক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। আর মঙ্গলবার লন্ডনে হবে বাণিজ্য সম্মেলন। বাণিজ্য সম্মেলনের পর রাজ্যের একটি ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদল লন্ডনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিকাঠামো সম্পর্কে অবহিত করবে। তাই মুখ্যমন্ত্রী একপ্রস্থ বৈঠক সেরে নেন তার সঙ্গে যাওয়া উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের বিশেষ সচিব গৌতম সান্যাল, শিল্পসচিব বন্দনা যাদব, সিকিউরিটি ডিরেক্টর পীযূষ পাণ্ডে প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর সফরে এবার সঙ্গী হয়েছেন বেশ কয়েকজন শিল্পপতি। তারা হলেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরী, মেহুল মহঙ্কা, উমেশ চৌধুরী, সন্তোষ বাঙ্গার প্রমুখ। এছাড়া, গেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। ২৫ মার্চ বাণিজ্য সম্মেলনের পরদিন শিল্প নিয়ে তার প্রশাসনিক বৈঠক। এরপর ২৭শে মার্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলোগ কলেজে 'সামাজিক উন্নয়ন- মহিলা, শিশু এবং নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৮ মার্চ তার কলকাতার উদ্দেশ্যে লন্ডন থেকে রওনা দেওয়ার কথা।

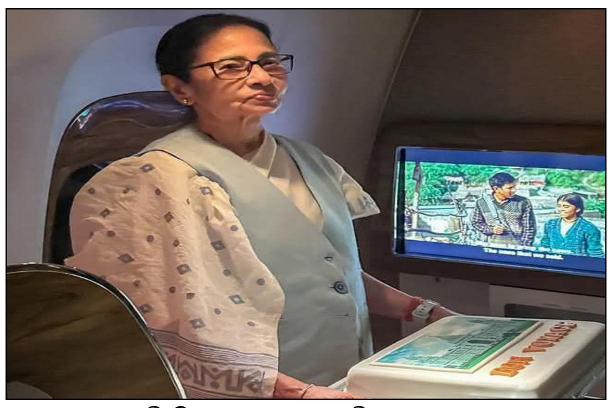

লন্ডনগামী বিমানের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাড়খণ্ডে মাওহামলায় নিহত রাজ্যের জওয়ান

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আই.ই.ডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ জওয়ানের, গুরুতর আহত আরও এক জন। গতকাল পশ্চিম সিংভূমের ছোটনাগরা থানা এলাকার ঘটনা। মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে সিআরপিএফ সাব-ইন্সপেক্টর সুনীল মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছিল যার বাড়ি মেদিনীপুরে। বিস্ফোরণের পর তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুনীল মণ্ডলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সিআরপিএফের ১৯৩তম ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর সুনীল মণ্ডল। অপরদিকে 'আহত' সিআরপিএফ জওয়ানের নাম পার্থ প্রতিম দে। বাড়ি বাঁকুড়ার রাজগ্রামে। তাঁর স্ত্রী পিয়ালী দে বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার খবর পাই। সকালে কথা হয়েছে, আজ অপারেশন হবে। স্থানীয় কাউন্সিলর অপর্ণা চ্যাটার্জী বলেন, উনি এখন ভালো আছেন। এখন দ্রুততার সঙ্গে আহত সিআরপিএফ কর্মী সুস্থ হয়ে উঠুন এই প্রার্থনাই তিনি করছেন বলে জানান। ***ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস***

ওয়াকফ বিল সংবিধানের উপর আঘাত: কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস রবিবার ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলটিকে সংবিধানের উপর "আক্রমণ" হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং অভিযোগ করেছে যে প্রস্তাবিত আইনটি বিজেপির শতাব্দী প্রাচীন সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধনকে "ক্ষতিগ্রস্থ করার অব্যাহত প্রচেষ্টার" অংশ।
কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি অপপ্রচার চালিয়ে এবং কুসংস্কার তৈরি করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দানবীয় করে তোলার চেষ্টা করছে।
কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেছেন, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ "গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ" এবং এর লক্ষ্য সাংবিধানিক বিধানগুলিকে হ্রাস করা যা ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার এবং সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়।
এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪, বিজেপির কৌশলের অংশ এবং আমাদের অনন্য বহু-ধর্মীয় সমাজে সামাজিক সম্প্রীতির শতাব্দী প্রাচীন বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্থ করার অব্যাহত প্রচেষ্টা।
কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, নির্বাচনী ফায়দা তোলার জন্য আমাদের সমাজকে স্থায়ী মেরুকরণের অবস্থায় রাখতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানকে বদনাম করার বিজেপির কৌশলের অংশ এটি।
রমেশের অভিযোগ, ওয়াকফ পরিচালনার জন্য ওয়াকফ সংশোধনী আইন দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয়ভাবে মর্যাদা, গঠন এবং কর্তৃত্ব হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এর ফলে সম্প্রদায়কে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং বিষয়গুলি পরিচালনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে।
তিনি বলেন, ওয়াকফের উদ্দেশ্যে কেউ তাদের জমি দান করতে পারে তা নির্ধারণের জন্য ইচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা চালু করা হয়েছে, এভাবে ওয়াকফের সংজ্ঞাই বদলে দেওয়া হয়েছে।
রমেশের দাবি, দেশের বিচার বিভাগ দীর্ঘ, অব্যাহত এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রথাগত ব্যবহারের ভিত্তিতে যে ওয়াকফ-বাই-ইউজার ধারণাটি তৈরি করেছিল তা বিলুপ্ত করা হচ্ছে।
ওয়াকফের প্রশাসনকে দুর্বল করার জন্য বিদ্যমান আইনের বিধানগুলো কোনো কারণ ছাড়াই অপসারণ করা হচ্ছে। যারা ওয়াকফ জমি দখল করেছে তাদের সুরক্ষার জন্য এই আইনে এখন উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।
রমেশ বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের পাশাপাশি তাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত বিষয়ে কালেক্টর এবং অন্যান্য মনোনীত রাজ্য সরকারি কর্মকর্তাদের সুদূরপ্রসারী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
তার দাবি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের এখন কারও অভিযোগের ভিত্তিতে বা ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি বলে অভিযোগ করা হলে ওয়াকফের স্বীকৃতি বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে। এটা স্মরণ করা দরকার যে জেপিসির মাধ্যমে ৪২৮ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন আক্ষরিক অর্থেই বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটি কখনও কোনও ধারা-বাই-ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে যায়নি। এভাবে এটি সমস্ত সংসদীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করে।
কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, মূলত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ ভারতের সংবিধানের উপর আক্রমণ।
সংসদের যৌথ কমিটি ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর তিনি এই মন্তব্য করেন।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

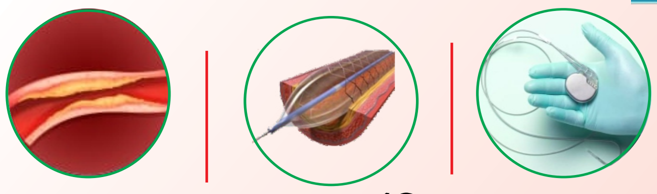

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

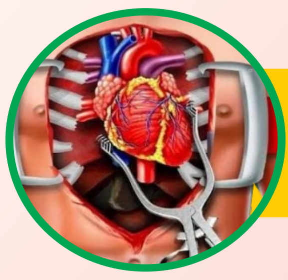

ওপেন হার্ট সার্জারি

মানুষের জীবন বাঁচানো (জরুরী), যাকাত দেওয়াও ফরজ (জরুরী)
তাই.জীবন বাঁচাতে আপনার অনুদান বা যাকাত একান্ত জরুরী।
দুঃস্থ মানুষদের সুচিকিৎসা দিতে আর্থিক অনুদানের আবেদন জানাই,
আপনার অনুদান আয়কর আইনের 12A ও 80G ধারায় করমুক্ত।

সরাসরি ব্যাঙ্কে অনুদান পাঠানোর বিবরণঃ
A/C No.: 219805002547, ICICI Bank,
Falta Branch. IFS Code: ICIC0002198

📞 6295 122 937 / 9123721642

প্রথম নজর

সিভিকের বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত শ্রীনিকেতন মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সাথে স্থানীয় মানুষজনের বচসা একটি বড় ঘটনায় পরিণত হয়েছে। জানা যাচ্ছে যে, সিভিক ভলেন্টিয়াররা রাস্তায় টাকা তোলার কারণে স্থানীয় মানুষজনের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় এবং পরে তা বিশাল ঝামেলায় রূপ নেয়। তবে পাশাপাশি এই বচসার জেরে কার্যত পথ অবরোধ হয়ে যায়ায় সকাল ১১ টা নাগাদ। প্রায় দু'ঘন্টারও বেশি পথ অবরোধ চলে ফলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায় বহু যানবাহন বিপাকে পরে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষ। এই অবরোধের মূল কারণ হলো যে সমস্ত যানবাহন শ্রীনিকেতন মোড়ের ওপর রাস্তা দিয়ে যায় তখন সিভিক ভলেন্টিয়াররা গাড়িগুলিকে দাঁড় করিয়ে টাকা তোলে এমনটাই অভিযোগ করলেন সাধারণ মানুষরা তাই তারা পথ অবরোধ করে দেয়। পরবর্তীকালে বোলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক রিকি আগরওয়াল এর তত্ত্বাবধানে এই অবরোধ উঠে যায়। তিনি আশ্বাস দেন এই ধরনের ঘটনা পরবর্তীকালে আর কোনভাবেই হবে না এমনটাই বলেন সাধারণ মানুষদেরকে।

বেলগাছিয়ায় এলাকা জুড়ে তীব্র জলকষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার থেকে টানা চারদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড় সংলগ্ন এলাকা জুড়ে তীব্র জলকষ্ট এখনও অব্যাহত। হাওড়া পুরসভা এবং কলকাতা পুরসভার জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। জল নিতে রীতিমতো হুড়হুড়ি পড়ে যাচ্ছে। যেসব বাড়িগুলিতে ভূমিধসের কারণে ফাটল দেখা দিয়েছে সেগুলো এখনও পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। বেলগাছিয়া ভাগাড়ে লিলুয়া থানার পক্ষ থেকে মাইকিং করে এলাকাবাসীকে সতর্ক করা হচ্ছে। এখানকার ভাগাড়ের ভূমিধসের কারণ খুঁজতে আজ রবিবার আসছেন ভূ-বিজ্ঞানীর দল।

পায়রা চুরির অপবাদে দুই স্কুল পড়ুয়াকে গাছে বেঁধে মারধর

বাবলু প্রামানিক ● ক্যানিং

আপনজন: পায়রা চুরির অপবাদ দিয়ে দুই স্কুল পড়ুয়াকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলে প্রতিবেশী বাবা ও ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আক্রান্ত দুই ছাত্র আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্ত দুই ছাত্রের পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, জীবনতলা থানার অন্তর্গত বাঁশড়া পঞ্চায়েতের পিয়ালি ছাঁটুইপাড়া। পাড়ারই বাসিন্দা সঞ্জয় বেরা। তাঁর ছেলে সৌমদীপ বেরা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। শনিবার বিকালে টিউশন পড়তে গিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় বাড়িতে ফিরছিল সৌমদীপ ও তার বন্ধু সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র রুপম মন্ডল। সেই সময় ওই দুই ছাত্র রাস্তায় পায়রা চরতে দেখে। দুজনে পায়রা ধরার চেষ্টা করে। পায়রা ধরতে না পেরে বাড়িতে চলে যায় তারা। এরপর সন্ধ্যা নাগাদ ওই দুই ছাত্রের বাড়িতে চড়াও হয় প্রতিবেশী জয়ন্ত খাটুয়া ও তার ছেলে সায়ন খাটুয়া। দুই ছাত্র কে পায়রা চুরির অপবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। অভিযোগ একটি নারকেল গাছে দুই ছাত্রকে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে বাবা ও ছেলে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজীর হয়। আক্রান্ত দুই ছাত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। তাদের কে চিকিৎসার জন্য প্রথমে স্থানীয় ঘুটিয়ারী শরীফ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই দুই ছাত্রের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রবিবার তাদের কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত ওই দুই ছাত্র। ঘটনার বিষয়ে দুই ছাত্রের পরিবার ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত বাবা ও ছেলে কে গ্রেফতার করেছে। ঘটনা প্রসঙ্গে এক ছাত্রের বাবা সঞ্জয় বেরা জানিয়েছেন,আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না। আমার ছেলে ও তার বন্ধুকে পায়রা চুরির অপবাদ দিয়ে নারকেল গাছে বেঁধে পেয়ারা গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ফাঁড়ির পুলিশ জানতে পেরে তাদের কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ঘুঁটিয়ারী শরীফ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমরা খবর পেয়ে হাজীর হই। অভিযুক্ত বাবা ও ছেলের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। '

শিক্ষকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার পার্ক ইন্সটিটিউশন হাইস্কুলে রবিবার মধ্যমগ্রামের ভিভাসিটি মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের ব্যবস্থাপনায় ও শিক্ষক সংগঠন “অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন” এর আয়োজনে একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হলো। এই শিবিরটি মূলত: সংগঠনের গ্রুপ মেডিকেল পলিসি ভরসায় নথিভুক্ত সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য একটি বাৎসরিক সুবিধা।

কলকাতা ও হাওড়া জেলার মোট ৭২ জন সদস্যের লিপিড প্রোফাইল, এলএফটি, পিএফটি, চক্ষু পরীক্ষা, বোন ডেনসিটি, ডায়েট, মেডিসিন, ডেন্টাল, সিবিসি, বিপি সহ বিভিন্ন টেস্ট করানো হয় সুদক্ষ ডক্টর ও টেকনিশিয়ান দ্বারা। সংগঠন এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তাদের

সদস্যদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বীমা চালু না হওয়ায় সকলের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে ভরসা পলিসিতে নথিভুক্ত হলে ৮ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা ও ৩০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা জনীত মৃত্যুর কারণে বীমার সুবিধা অনেক কম প্রিমিয়ামে সরকারী বীমা সংস্থা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্সিউরেন্স কোং এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। আজ উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকরা, রাজ্য সম্পাদক, রাজ্য সহ সভাপতি ও রাজ্য কমিটির অনেক সদস্য সদস্যা, জেলা কনভেনার ও জেলা নেতৃত্বরা।

জোয়ার এলেই গ্রামে ঢুকছে নোনা জল, ভাঙা নদী বাঁধ মেরামতের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাকদ্বীপ

আপনজন: প্রায় পাঁচ মাস আগে ভেঙে গিয়েছিল নদী বাঁধ। এখনও পর্যন্ত সেই একই অবস্থাতেই রয়েছে। এদিকে বাঁধের ওই ভাঙা অংশ দিয়ে প্রতিদিনই নোনা জল ঢুকছে গ্রামে।

বিশেষত জোয়ার এলেই গ্রামের কৃষি জমি নোনা জলে প্লাবিত হয়ে যায়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার কোটালের সময় নদীর জল বাড়লে, তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। জানা গিয়েছে, গত বছর কোজাগরি লক্ষ্মী পূর্ণিমার সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপের বুধাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফটিকপুরের বাঁধ ধারের পাড়ায় শুশনি নদীর প্রায় ২০০ ফুট বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। সেই সময় ওই গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা নদীর নোনা জলে প্লাবিত

হয়ে গিয়েছিল। এখনও জোয়ারের সময় একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিষয়টি বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। সামনে বর্ষাকাল। নদীর জল বাড়লে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। শীঘ্রই নদী বাঁধটি মেরামত করা না হলে, বর্ষাকালে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের সবাই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ”সকলেই সেচ দফতরের দ্রুত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। যদি এই বাঁধ মেরামতি না হয় তাহলে ওই গ্রামের মানুষজন আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে হুমকি দিয়েছেন।

বিষ্ণুপুরের মুনিনগর বুথে ৯৮৫ জন ভূতুড়ে ভোটারের হদিস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এবার বিষ্ণুপুরে ভুতুড়ে ভোটারের হদিস, ভোটার লিস্টে এপিক নাম্বার আছে, আছে ছবিও কিন্তু এলাকায় জনপ্রতিনিধি থেকে সাধারণ মানুষ কেউ তাদের চেনে না, যা নিয়ে শাসক বিরোধী তরজা। বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর ব্লকের উলিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মুনি নগর বুথ। এই বুথে রয়েছে মোট ৯৮৫ জন ভোটার।

এরমধ্যে দুজন ভোটার ভুতুড়ে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা ভোটার লিস্ট নিয়ে গ্রামে যাচাই করতে গেলে তখন তাদের নজরে আসে বিষয়টি।

দেখা যায় ভোটার লিস্টে ৯৮১ সিরিয়াল নাম্বারে এপিক নাম্বার থাকলেও ভোটারের নাম ও তার বাবার নাম উল্লেখ নেই, অথচ ছবি রয়েছে। এবং ৯৮৪ নাম্বার সিরিয়াল লিস্টে নাম রয়েছে

অনুরাধা বেড়া, বাবার নাম অসীম কুমার বেরা, এপিক নাম্বার রয়েছে, ছবিও দেওয়া রয়েছে অথচ আশ্চর্য জনকভাবে এই মহিলাকে এলাকার কেউই চেনেন না, চেনেন না জনপ্রতিনিধিরাও। অর্থাৎ এই দুজনের কোন অস্তিত্বই নেই দাবি তৃণমূলের। এরপরেই সোরগোল পরে এলাকায়, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের দাবি বিজেপি এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের ভোটব্যাঙ্ক বাড়ানোর জন্য। বিষয়টি নির্বাচন কমিশন ও তৃণমূলের ওপর নেতৃত্ব কে জানানো হবে। তারা চাইছে ভোটের আগে এলাকায় স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশ করা হোক।

বিজেপি অবশ্য সমগ্র ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকেই দোষারোপ করছে, বিজেপির দাবি ভোটার লিস্ট তৈরি করে বিএলআরও অর্থাৎ তাকে ধরলেই সমস্ত বিষয় বেরিয়ে আসবে।

ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

বিজেপির বিদ্বেষ ভাষণের বিরুদ্ধে ইফতার মাহফিল থেকে সরব তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরুপনগর

আপনজন: বিজেপি নেতৃত্বদের বিদ্বেষ ভাষণের বিরোধিতা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানালেন তৃণমূল বিধায়ক থেকে শুরু করে স্বরূপনগরের তৃণমূল নেতৃত্বরা। শনিবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় স্বরূপনগর বিধানসভার বিধায়ক বীনা মণ্ডলের উদ্যোগে স্বরূপনগর হঠাৎগঞ্জ পুরনো ফুড অফিস প্রাঙ্গনে দাওয়াত-ই-ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইমরান হোসেনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই ইফতার মাহফিল থেকে তৃণমূল নেতৃত্বরা শান্তি এবং সম্প্রীতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। এ দিন নরেন্দ্র মোদি, অমিত সাহা, যোগী আদিত্যনাথ থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারীদের সংখ্যালঘু বিরোধী বিদ্বেষ ভাষণের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানান তৃণমূল নেতারা। দেশের তথা বাংলার সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনার পেছনে

বিজেপির চক্রান্ত রয়েছে বলেও দাবি করেন তাঁরা। রমজানের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরেও বক্তব্য রাখেন অনেকেই। ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি নিয়ে প্রশংসা করেন বিধায়ক বীনা মন্ডল। ইফতারের প্রাক্কালে আলোচনা সভায় সমস্ত বক্তাদের গলায় ছিল সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান। এ দিন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সংকল্প গ্রহণ করেন। ইফতার সামনে রেখে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য দোয়াও করা হয়। দাওয়াত-ই-ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন স্বরূপনগর বিধানসভার বিধায়ক বীনা মন্ডল, স্বরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুসূয়া মন্ডল সহ-সভাপতি ও তৃণমূল নেতা নারায়ণ চন্দ্র কর, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী সঙ্গীতা কর কুন্ডু, স্বরূপনগরের দুই ব্লক সভাপতি কিংকর মন্ডল ও জিয়াউর রহমান সহ উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা ব্লক ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব-কর্মীরা।

ভিনরাজ্য থেকে ফেরা বন্ধুকে আনতে গিয়ে গিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন. রবিবার বৈষ্ণবনগর এলাকার ১৮ মাইল জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত মোথাবাড়ি তিন যুবক। এদিন ভোর সকাল অর্থাৎ ছয়টা নাগাদ মোথাবাড়ি মেহেরাপুর নতুন পাড়ার ২ যুবক বাইকে করে তার অন্য এক ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফিরে আসা বন্ধুকে নিয়ে আসার জন্য ফারাক্কা স্টেশনের পথে রওনা হয়।

ফারাক্কা স্টেশন থেকে তার বন্ধুকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসার সময় বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার আঠারো মাইল জাতীয় সড়কে লরির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনজনের দেহ পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলের তিনজনের মৃত্যু হয়। তাদের সকলের বাড়ি মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত মেহেরাপুর নতুন পাড়া এলাকায়।

পরিবার সুত্রে জানা যায়, মৃত সাবির আলম (২০) কর্মসূত্রে ভিনরাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে দীর্ঘ ছ'মাস ধরে কাজ করার পর পবিত্র ঈদ উপলক্ষে বাড়ি ফিরছিলেন।

সেখান থেকে ট্রেনে করে ফারাক্কা স্টেশনে নামে সাবির আলম। এবং তার দুই বন্ধু অর্থাৎ মৃত সাদিকাতুল ইসলাম (২০) ও রমজান সেখ (১৯)। তারা দুজন বাড়ি থেকে বাইকে ভিনরাজ্য থেকে ফিরে আসা বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য সাত সকালে ফারাক্কা স্টেশনে যায় এবং সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ১৮ মাইল মোড়ের কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হয় তিনজন বাইক আরোহী।

ঘটনাস্থলে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ট্রাক চালক পলাতক, ট্রাকটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত যুবক সাদিকাতুল ইসলাম কালিয়াচক কলেজে পড়াশোনা করত এবং পাশাপাশি গ্রামের এক কাঠের মিলে কাজ করত।

পরিবারের একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে শোকার্ত পরিবার। সাদিকাতুলের বাবা জানান, সাত সকালে ছেলে বাইক বের করছিল তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথায় যাবে। ছেলে বলেছিল মোথাবাড়ি যাব একটু কাজ আছে বলে সে চলে যায়। সকাল আনুমানিক ৭ টার দিকে খবর আসে যে ১৮ মাইলে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে যেখানে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

খবর শুনে হতবাক হয়ে যাই পরিবারের সবাই। এখন একটা মাত্র ছেলে আমাদের ছেড়ে বিদায় নিল এই কষ্ট একজন বাবার কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে?

মৃত রমজান সেখ এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনো কারণবশত পরিক্ষা দেওয়া হয়নি। রমজান দরিদ্র পরিবারের ছেলে সে বাড়ি ঘরেরই কাজ করত। এদিকে তার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আর তার বাবা মুম্বাইয়ে আছেন। সে ছিল পরিবারের বড়ো ছেলে। আজকের দিনেই অর্থাৎ রমজান মাসের ২২ তম রোজাতেই তার জন্ম আর আজকের দিনেই তার মৃত্যু।

সন্ধাতেই একইসাথে তরতাজা তিন যুবকের অশ্রুসিক্ত জানাজায় দাফন করা হয়। একেবারে শোকে কাতর পরিবার সহ এলাকাজুড়ে।

বেশকিছুদিন আগেই কালিয়াচকের উত্তর দরিয়াপুরে একই বাইকে তিন বন্ধুর লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। আবারও রবিবার সাত সকালে মোথাবাড়ির তিন বন্ধুর মৃত্যু হল। দিনদিন বাইক ও টোটোর বেপরোয়া দৌরাত্ম বেড়েই চলেছে। যেখানে সেখানেই ঘটছে বড়সড় দুর্ঘটনা। পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ এর মাধ্যমে সচেতনতা করার পরও থামছে না বাইক দুর্ঘটনা। তবে এইরকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যে প্রত্যেক চালকদের অত্যন্ত সচেতনতার সাথে রাস্তাঘাটে গাড়ি চালাতে হবে। কারণ প্রত্যেকের বাবা মা সহ পরিবার সুস্থভাবে বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করতে থাকেন। নিজেকে বাঁচানার পাশাপাশি পরিবারের কথাও ভাবা দরকার। তাহলে এইরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচা কিছুটা হলেও কমবে।

ক্রিকেট খেলার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু যুবকের

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: হুড়ার বিশপুরিয়ার ধাদকিগোড়ার মাঠে ক্রিকেট খেলা চলাকালীন বজ্রপাতের ঘটনায় মৃত্যু হল মিলন পতি (২৪) নামে এক যুবকের। রবিবার বেলা ১১ টার সময় এই ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় । বজ্রপাতের ঘটনার পরই যুবক মাঠের মধ্যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে। মাঠে থাকা লোকজনেরা তাকে উদ্ধার করে হুড়া গ্রামীণ হসপিটাল নিয়ে আসে। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মিলন পতিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পাঁশকুড়ায় আঞ্চলিক বিজ্ঞান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পাঁশকুড়া ২৩ শে মার্চ ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি অনুমোদিত বিজ্ঞান ক্লাব পাঁশকুড়া সায়েন্স সেন্টারের উদ্যোগে পাঁশকুড়া ব্রাডলি বার্ট হাই স্কুলে আঞ্চলিক বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দশটি স্কুল ও পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষ মিলিয়ে প্রায় ২০০ শতাধিক উপস্থিতি ছিল। শিবিরটি উদ্বোধন করেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শাখার সভাপতি অধ্যাপক মানস কুমার মাইতি। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবন কর্ম নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমতা রামসদয় কলেজের অধ্যাপক নবব্রত ঘোষাল ও ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সহ-সভাপতি আশীষ সামন্ত। ছাত্র ছাত্রীরা বিজ্ঞান মডেল,কুইজ,তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। শিবিরে টেলিস্কোপে সৌরকলঙ্ক দেখানো ও হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। পাঁশকুড়া সায়েন্স সেন্টারের পক্ষ থেকে আগামী দিনে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সায়েন্স লার্নি সেন্টার গড়ে তোলার ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞান শিবিরে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মানজিৎ দেবনাথ, অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ জানা,প্রতাপ নন্দী,প্রশান্ত কুন্ড,ব্রজদুলাল ঘোড়াই,শান্তনু চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা মনিকুন্তলা দাস, প্রতাপ মাজি,সুমন্ত সী,ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির জেলা কার্যকরী সভাপতি গুরুপ্রসাদ জানা প্রমুখ।

ওয়াকফ এস্টেটের উদ্যোগে দুঃস্থদের বস্ত্র বিলি যুগদিয়ায়

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: হাজী দেশারত ও মজিদুল হক ওয়াকফ স্টেট এর মাতয়াল্লী অধ্যাপক সাজেদুল হকের উদ্যোগে যুগদিয়া ঝাউতলা বৈঠকখানায় বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হল রবিবার। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পীযুষ কান্তি মন্ডল, মগরাহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ইউনুস আলী মল্লিক, গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোসাইটির সম্পাদক অমল কর্মকার, যুগদিয়া নইমুদ্দি মোল্লাপাড়া পেশ ইমাম আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি স্কলার আবিদ হোসেন মালি, শাহেনশাহ হক প্রমুখ। রমজান মাস উপলক্ষে প্রায় দেড়শ জন পুরুষ ও বিধবা মহিলার বস্ত্র শাড়ি লুঙ্গি, ছাত্র-ছাত্রীদের জামা কাপড় দেয়া হয়। মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পীযূষ কান্তি মন্ডল বলেন, মগরাহাট যুগদিয়া খুব ভালো এলাকা। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে এসে খুব ভালো লাগছে আগামী দিনে এইরকম অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাংসদের ঈদ শুভেচ্ছা ইমামদেরকে

নকিব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

আপনজন: মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারের উদ্যোগে রবিবার দিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মথুরাপুর এ কৃষ্ণচন্দ্রপুরে ইমাম সাহেব ও মুয়াজ্জিনদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময় হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক অলোক জলদাতা, মন্দির বাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী গিয়াস উদ্দিন মোল্লা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মথরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের ছাত্রী বিধানসভার এলাকার ইমাম সাহেব ও ময়াজ্জিনদের হাতে ঈদের উপহার তুলে দিলেন সাংসদ বাপি হালদার।

দুঃস্থদের পাশে সেভ দেম ফাউন্ডেশন

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার নলহাটি-২ ব্লকের ভদ্রপুর-২ পঞ্চায়েতের অধীনস্থ এলাকায় ৮০ জন অনাথ, এতিম, প্রতিবন্ধী, অসহায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে পবিত্র ঈদের সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেন সেভ দেম ফাউন্ডেশন। রবিবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে ফাউন্ডেশনের অফিসে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশন এর সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, কোষাধক্ষ সহ আরো অনেক সহযোগী নেতৃবৃন্দ। কোষাধক্ষ শহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জামিউর রহমান, অ্যাসিস্ট্যান্ট-সেক্রেটারি সাব্বির আহমেদ ও অন্যতম সদস্য মেসবাউল ইসলাম জানান বিতরণকৃত সামগ্রীর মধ্যে ছিল চিনি, সেমাই, লাচ্ছা, সুজি, ছোলার ডাল, মসূরী ডাল ,নারকেল, ঘি, বাদাম, কিসমিস,লবণ সহ রান্নার বিভিন্ন মসলা সামগ্রী।

ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি শরীফ হোসেন ও সভাপতি হাসিবুল ইসলাম বলেন, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, শীত বস্ত্র বিতরণ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা সহ বিভিন্ন রকম সমাজসেবামূলক কাজ করেছি এবং বর্তমানেও করছি।

প্রথম নজর

মক্কায় ইতিহাসে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র শহর মক্কা শরীফ শুক্রবার ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত দেখেছে। ৬৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে মক্কায়, যা সৌদির পরিবেশ, পানি ও কৃষি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
মরু জলবায়ুর শহর মক্কায় এর আগে কখনও একদিনে এত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের রেকর্ড নেই বলে জানিয়েছে সৌদির আবহাওয়াবিদরা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সৌদির ১৩টি প্রদেশ ও অঞ্চলের মধ্যে ১০টিতেই মাঝারি ও ভারী বর্ষণ হয়েছে শুক্রবার। এই প্রদেশ ও অঞ্চলগুলো হলো রিয়াদ, মক্কা-তায়েফ, কাসিম, পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ, আসির, হাইল, জাজান, নাজরান, আল বাহা এবং আল জৌফ। মক্কা-তায়েফের আল হাদা পার্ক এলাকায় শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছে ৪২ দশমিক ৮ মিলিমিটার। এর পরেই রয়েছে আল জুমুক এবং আল শাফা। এই দুই শহরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০ দশমিক ৪ মিলিমিটার এবং ২৭ দশমিক ৩ মিলিমিটার।
সৌদির উপকূলীয় শহর জেদ্দার বাদশাহ আবদুলাজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ২৪ মিলিমিটার। রাজধানী রিয়াদে অবশ্য বৃষ্টি হয়েছে তুলনামূলকভাবে কম। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, শুক্রবার রিয়াদে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের হার ছিল ৪ মিলিমিটার।

সৌদিতে বাস দুর্ঘটনায় ৬ ওমরাহযাত্রীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে এক বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ছয় ওমরাহযাত্রী নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কমপক্ষে ১৪ জন। দেশটির মদিনা ও মক্কা শহরের মধ্যবর্তী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।
সৌদি আরবে বাস দুর্ঘটনায় হতাহতরা ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক বলে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে। রবিবার গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেদ্দা শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তরের ওয়াদি আল আকিকের মহাসড়কে গত বৃহস্পতিবার ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনার বিষয়ে সৌদি আরবের স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে জেদ্দায় নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার কনস্যুলেট জেনারেলকে জানানো হয়। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জুধা নুগ্রাহা এক বিবৃতিতে বলেছেন, মদিনা-মক্কার মহাসড়কে দুর্ঘটনার শিকার বাসের ২০ যাত্রী হতাহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ছয়জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

৫ লাখ অভিবাসীকে আমেরিকা ছাড়ার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া ও ভেনিজুয়েলার পাঁচ লাখ ৩০ হাজার অভিবাসীর অস্থায়ী আইনি মর্যাদা বাতিল করলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২৪ এপ্রিলের আগে তাদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খবর বিবিসি ও রয়টার্সের।
স্থানীয় সময় শুক্রবার (২১ মার্চ) মার্কিন ফেডারেল রেজিস্ট্রারে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শনিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিবাসননীতির কড়াকড়ি আরোপে ট্রাম্পের এটি সর্বশেষ পদক্ষেপ।

কারাগারে এরদোগানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইমামোগলু, তুরস্ক জুড়ে বিক্ষোভ

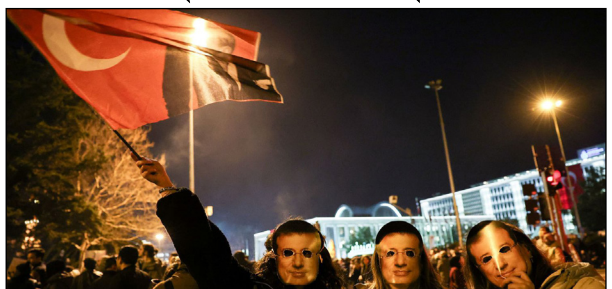

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে বিচারের আগপর্যন্ত তাঁকে কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির আদালত। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ইমামোগলুকে ইস্তাম্বুলের মারমারা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে ইমামোগলুর হঠাৎ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিয়ে অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
বিশ্লেষকেরা প্রশ্ন করেছেন, এ ধরনের ঘটনা বিরোধীদের দমন, নাকি আইনগত পদক্ষেপ?
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯ মার্চ গ্রেপ্তারের পর একরেম ইমামোগলুকে আদালতে নেওয়া হয়। সেখানে প্রসিকিউটররা তাঁকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন এবং ‘অপরাধী সংগঠনের সন্দেহভাজন নেতা’ বলে আখ্যায়িত করেন। তবে আদালত জানিয়েছেন, ইমামোগলুসহ আরও ২০ জনকে শুধু দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
ইমামোগলুর বিরুদ্ধে আনা ‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সহায়তা’ করার অভিযোগটি খারিজ করা হয়েছে। আদালত বলেছেন, ‘যদিও সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনকে সহায়তা করার বিষয়ে জোরালো সন্দেহ রয়েছে, তবে দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় তাঁকে শুধু ওই মামলাতেই গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।’ আল জাজিরার প্রতিবেদক সিনেম কোসেওগলু জানিয়েছেন, ইমামোগলুর বিরুদ্ধে ‘সন্ত্রাসবাদী’ কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। এর ফলে আদালত ইস্তাম্বুল পৌরসভায় সরকারি ট্রাস্টি নিয়োগ করতে পারবেন না। পৌরসভার কাউন্সিলরদের মধ্য থেকেই মেয়র নির্বাচিত হবেন।
আদালতের রায়ের পর ইমামোগলু বলেছেন, তিনি মাথা নত করবেন না। তাঁর এক্সে অ্যাকাউন্টের একটি পোস্টে বলা হয়, ‘আমরা সবাই মিলে আমাদের গণতন্ত্রের ওপর এই আঘাত, এই কালো দাগ মুছে ফেলব, আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমি মাথা নত করব না। তাঁর (এরদোগান) আটকের আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিচারবহির্ভূত নির্যাতন, যা তুরস্কের মানুষের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা।’ এই পোস্টে তুর্কি নাগরিকদের তাঁর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের আহ্বান জানানো হয়।

‘নো ফুড, নো ওয়াটার’ ফিলিস্তিনি শিশুর আত্মচিৎকারের ভিডিও ভাইরাল!

আপনজন ডেস্ক: গাজা জ্বলছে আর চেয়ে চেয়ে নির্লজ্জের মত দেখছে বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলো। যারা চাইলেই থামাতে পারে ইসরায়েলের এই নির্মমতা। তারা উল্টো পক্ষ নিয়েছে নেতানিয়াহু সরকারের। যুদ্ধ বিরতির চুক্তি ভঙ্গ করে পবিত্র রমজান মাসেই গাজার মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। সম্প্রতি এক দিনেই তারা হত্যা করেছে ১ হাজারের বেশি তাজা প্রাণ যার মধ্যে আবার বেশিরভাগই শিশু। এবার সামাজিক মধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ফিলিস্তিনি এসব শিশুদের আত্মচিৎকরের কিছু ভিডিও। যা নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় চলছে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে।
ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার একটি শিশু বলছে, ‘প্লিজ ষ্টপ আইএম ইউসুফ আই এম ফরম গাজা, নো ফুড নো ওয়াটার নো হোম, হেল্প মি প্লিজ!’ যার অর্থ দাঁড়ায়, ‘আমি ইউসুফ বলছি গাজা থেকে দয়া করে থামুন, এখানে খাবার নেই পানি নেই থাকার জায়গা নেই, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।’ ভিডিওটি দেখে বোঝা যায় শিশুটির বয়স ৪-৫ বছরের বেশি হবে না। যেভাবে নরপিশাচ ইসরায়েল গাজা উপত্যকা জুড়ে আগ্রাসন চালাচ্ছে তাতে করে ওরা যেনো গাজার অবুঝ শিশুদের নিধন করার জন্যই মাঠে নেমেছে। ওদের হৃদয় কখনো গলে না, কিভাবে গুলি চালাতে পারে কি করে বোমা ফেলতে পারে এসব ছোট্ট কোমলমতি শিশুদের ওপর? ওদের কি মায়া লাগে না? নাকি ওরা মানুষই নয়? কোন জানোয়ারের থেকেও অধম কিছু? ঠিক এভাবেই ফেসবুকে লিখেছেন সুমাইয়া শিমু নামের বাংলাদেশি এক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী। অনামিকা তন্বী নামের আরেকজন লিখেছেন, ‘কি নৃসংশতা পবিত্র রমজান মাসে মুসলিম শিশুদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে আর চেয়ে দেখছে সুবোধরা। বাহ এটাই বুঝি আমাদের মানবতা? এখন কি চোখে দেখে না তারা? নাকি টাকার কাছে অন্ধ হয়ে গেছে পশ্চিমাদের বিবেক?’
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার এসব শিশুদের আরও বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে কাউকে দেখা যায় খাবারের জন্য কাঁদতে। কাউকে আবার দেখা যায় থালা হাতে খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়াতে। এদের বেশির ভাগেরই বয়স ৫ বছরেরও কম। কি অবিশ্বাস্য তাই না? আরেকটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলি সেনাদের ছোড়া বোমার আঘাতে মৃত মা কে দাফন করার পর সেই কবরের পাশে বসে মা কে ডাকছে একটি ছোট্ট শিশু। যে বয়সে এসব শিশুদের থাকার কথা বাবা মাসহ পরিবারের সকলের আদরে, সেই বয়সে এখন ওরা যুদ্ধ করছে খাবারের জন্য। এর ওপর তো বোমা আর গোলাবারুদের ভয় রয়েছেই। কখন যে কোন দিক থেকে দখলাদার ইসরায়েলি বাহিনীর বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ছোট্ট দেহটি।
ওদের অমানবিকতা এতটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, গাজা উপত্যকার এক মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়ার ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, আজানের সময় কণ্ঠ ভারী হয়ে গেছে তার, রীতিমতো কান্নার সুরে যেনো মনে মনে আল্লাহকে বিচার দিচ্ছেন এসব অমানুষদের বিরুদ্ধে। কবে থামবে ইসরায়েলি এই নৃসংশতা? কবে নতুন ভোরের দেখা পাবে এসব অবুঝ শিশুরা? তা জানা নেই কারোরই।

স্ত্রীসহ নামাজরত অবস্থায় হামাসের শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক শাখার সালাহ আল বারদায়েল নামে এক নেতা নিহত হয়েছেন। রবিবার (২৩ মার্চ) দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের একটি তাঁবুতে স্ত্রীসহ নামাজরত অবস্থায় তারা নিহত হন। খবর রয়টার্স ও আলজাজিরার।
হামাস নেতাদের মিডিয়া উপদেষ্টা তাহের আল-নূর ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে বারদায়েলের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন।
তবে তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
এক বিবৃতিতে হামাস জানিয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে নামাজরত অবস্থায় খান ইউনিসে বারদায়েলের তাঁবুতে মিসাইল হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে সালাহ আল বারদায়েল ও তার স্ত্রী শহীদ হন।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, বারদায়েল ও তার শহীদ স্ত্রীর রক্ত, মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈনিকদের শক্তি জোগাবে। সন্ত্রাসী শত্রুরা যোদ্ধাদের মনোবল ভাঙতে পারবে না।
এদিকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত ৬০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন।
সম্প্রতি ইসরায়েল একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে গাজার ঘনবসতিপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদে হামলা শুরু করেছে।
এর পর থেকে অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডটিতে সংঘর্ষ স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইসরায়েলে প্রবল বিক্ষোভের মুখে নেতানিয়াহু, যুদ্ধ বন্ধের দাবি

আপনজন ডেস্ক: দেশজুড়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ফিলিস্তিনের গাজায় নতুন করে অভিযান চালানোর বিরুদ্ধে শুরু চলছে এই বিক্ষোভ। গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরায়েলের রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। এ নিয়ে নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে টানা তিন দিন ধরে ইসরায়েলে বিক্ষোভ চলছে। ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা শেন বেতের প্রধান রোনেন বারকে বরখাস্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত এবং গাজায় আবার হামলা শুরুর প্রতিবাদে গতকাল শনিবার রাজধানী তেল আবিবে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেন। ইসরায়েলের নীল-সাদা পতাকা হাতে তেল আবিবের হাবিমা স্কয়ারে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী অবস্থান নেন। তারা গাজায় হামাসের হাতে বন্দী ইসরায়েলের বাকি ব্যক্তিদের মুক্ত করে আনতে নতুন করে চুক্তি করার দাবি জানান।
প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মোশে হাহারোনি (৬৩) বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘ইসরায়েলে সবচেয়ে বড় ভয়ানক শত্রু হচ্ছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ২০ বছর ধরে তিনি আমাদের দেশকে গ্রাহ্য করেননি, আমাদের দেশের নাগরিকদের গ্রাহ্য করেননি।’
বিক্ষোভকারী ইরেজ বারম্যান (৪৪) বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘আমরা দেড় বছর পর আবারও গাজায় ভয়াবহ যুদ্ধ দেখছি। এখনো গাজার ক্ষমতায় হামাস। এখনো ওই সংগঠনের হাজার হাজার যোদ্ধা রয়ে গেছে। সুতরাং এই যুদ্ধে ইসরায়েলের নেতানিয়াহু সরকার তার লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।’
বিক্ষোভকে ঘিরে ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো বন্ধ করা হয়। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা। জেরুজালেম ও তেল আবিব থেকে পুলিশ কমপক্ষে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সরকার রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। গাজায় এখনও হামাসের কাছে জিম্মি থাকা ৫৯ জনের পরিণতি নিয়ে ভাবছেন না নেতানিয়াহু। জিম্মিদের মধ্যে ২৪ জন জীবিত আছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সৌদি আরবের ২০০ মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বুরকিনা ফাসোর

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে ২০০ মসজিদ তৈরি করে দিতে চেয়েছিল সৌদি আরব। তবে সেই প্রস্তাবে রাজি হননি দেশটির প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম ত্রাওরে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি অনুরোধ করেছেন যাতে তারা এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে যা তার দেশের জনগণের জন্য আরও সহায়ক হবে, যেমন-স্কুল, হাসপাতাল এবং এমন ব্যবসা যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এক্সট্রা আফ্রিকা ডট কম ও ইস্ট আফ্রিকা নিউজ তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাওরে উল্লেখ করেছেন, বুরকিনা ফাসো ইতোমধ্যেই যথেষ্ট মসজিদ রয়েছে এবং অনেক মসজিদ পুরোপুরি ব্যবহার করা হয় না। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, দেশটির এমন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রয়োজন যা দেশটিকে শক্তিশালী করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে অগ্রগতি সাধন করবে। এ সিদ্ধান্ত তার জাতীয় উন্নয়নের বৃহত্তর পরিকল্পনার প্রতিফলন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে, ট্রাওরে জনগণের অবকাঠামো উন্নত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে দেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তার সরকার পাবলিক প্রকল্পগুলোর ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য সংস্কার চালু করেছে। আবাসন মন্ত্রণালয় এখন পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে, পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নির্মাণ পর্যন্ত, এবং সব নিরাপত্তা, পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত মান পূরণের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। অবকাঠামো ছাড়াও, ট্রাওরে গৃহহীনতার সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে নিরাপত্তা সমস্যার কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য। গত বছরের ১২ জুলাই তিনি ১,০০০টি সামাজিক আবাসন ইউনিট নির্মাণের প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন, যা তার প্রতিশ্রুতি ২০৩০ সালের মধ্যে সকল বুরকিনাবির জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করবেন। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনতার দিকে তার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে আর্থিক সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর পরিবর্তে, তিনি দেশের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করতে চান। তার সরকার কৃষি, স্থানীয় শিল্প এবং টেকসই উন্নয়নের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করছে, যাতে শক্তিশালী একটি অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়।
সৌদি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, প্রেসিডেন্ট ট্রারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তার অগ্রাধিকার হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তিনি বিশ্বাস করেন, এই

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৪	৫.৩৬
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৫	

হামাস দুর্ধর্ষ নয়: স্টিভ উইটকফ

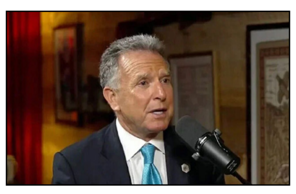

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য-বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ বলেছেন, হামাস ‘আদর্শিকভাবে দুর্ধর্ষ’ নয়। টাকার কার্লসনের এক পডকাস্টে শুক্রবার (২১ মার্চ) তিনি এ কথা বলেন। ৯০ মিনিটের এক সাক্ষাৎকারে উইটকফ চলমান গাজা যুদ্ধে ইসরাইল, হামাস এবং কাতারের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। মিশর ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলোকে অস্থিতিশীল করার জন্য গাজা যুদ্ধ নিয়ে তার উদ্বেগ স্বীকার করেছেন। পডকাস্টে উইটকফ বলেন, ‘হামাস কী চায়? আমার মনে হয় তারা শেষ সময় পর্যন্ত সেখানে থাকতে চায়। তারা গাজা শাসন করতে চায়, এবং এটি অগ্রহণযোগ্য।

উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি, মিশর সফরে আমিরাতের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান মিশর সফরে গেছেন। শনিবার (২২ মার্চ) সন্ধ্যায় তিনি মিশরের রাজধানী কায়রো সফর শুরু করেন। গাজা ইস্যুতে যখন মধ্যপ্রাচ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে তখন কায়রো সফর করলেন আমিরাতি নেতা। তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলুর বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মিডল ইস্ট মনিটর। আমিরাত সংবাদ সংস্থা ডব্লিউএএম অনুসারে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতা আজ (শনিবার) মিশরে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সফরে কায়রো পৌঁছেছেন। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট ও তার সফরসঙ্গী প্রতিনিধিদলকে কায়রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি স্বাগত জানান। শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন- প্রেসিডেন্টে বিশেষ আদালতের উপ-প্রধান শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, শেখ জায়েদ বিন মোহাম্মদ বিন জায়েদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা শেখ মোহাম্মদ বিন হামাদ বিন তাহনুন, সুপ্রিম জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মহাসচিব আলী বিন হাম্মাদ আল শামসি।

আমেরিকার নিউ মেক্সিকোতে বন্দুক হামলা, হতাহত ১৮

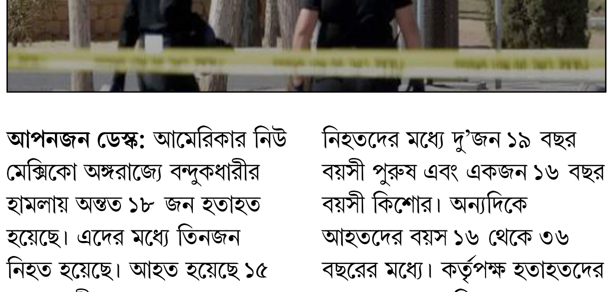

আপনজন ডেস্ক: আমেরিকার নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত ১৮ জন হতাহত হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১৫ জন। স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১০টার দিকে একটি পার্কে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে- শুক্রবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মার্কিন অঙ্গরাজ্য নিউ মেক্সিকোর লাস ক্রুসেস শহরের ইয়ং পার্কে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে দু’জন ১৯ বছর বয়সী পুরুষ এবং একজন ১৬ বছর বয়সী কিশোর। অন্যদিকে আহতদের বয়স ১৬ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। কর্তৃপক্ষ হতাহতদের নাম প্রকাশ করেনি।
পুলিশের বিবৃতি অনুসারে, রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে তদন্তকারীরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। এফবিআই এবং নিউ মেক্সিকো স্টেট পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা লাস ক্রুসেস পুলিশকে তদন্তে সহায়তা করছে বলেও জানানো হয়েছে।

তালিবান নেতা হাক্কানির জন্য ঘোষিত কোটি ডলারের পুরস্কার প্রত্যাহার যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: সিরাজুদ্দিন হাক্কানি, আফগান তালিবানের অন্যতম একজন নেতা। তাকে ধরতে তথ্য দিয়ে সহযোগিতার বিনিময়ে এক কোটি ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে সেই ঘোষণা এখন প্রত্যাহার করা হয়েছে। আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তালিবান সরকার শনিবার এ কথা জানালেও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এফবিআইয়ের ওয়েবসাইটে এখনও হাক্কানির তথ্যের জন্য পুরস্কারের কথা মুছে ফেলা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে হাক্কানি যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র জোটের ওপর আন্তঃসীমান্ত হামলাগুলোয় সমন্বয় করতেন ও অংশ নিতেন।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, সিরাজুদ্দিন হাক্কানি বর্তমানে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। বছর দুয়েক জিম্মি করে রাখার পর গত বৃহস্পতিবার এক মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে তালিবান। এরপরই হাক্কানির ওপর থেকে পুরস্কারের অর্থমূল্য তুলে নেওয়ার খবর জানানো হয়। ওই জিম্মির নাম জর্জ গ্লেজম্যান। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে পর্যটক হিসেবে আফগানিস্তান ভ্রমণের সময় তালিবানের হাতে আটক হন তিনি। এ নিয়ে গত জানুয়ারির পর তৃতীয়বারের মতো মার্কিন জিম্মি মুক্তি দিল তালিবান।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৮১ সংখ্যা, ৯ চৈত্র ১৪৩১, ২৩ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচিত বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ইহা লইয়া একদিকে তৈরি হইয়াছে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে উত্কণ্ঠা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ–ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেই থাকিবে। অবশ্য খোদ সাইন্স বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি এমন তর্কবিতর্ক এখনো চলিতেছে না? এমন প্রশ্ন থাকিবার পরও কি বিজ্ঞানের গতিপথ থমকাইয়া গিয়াছে? গত ২১ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক রেজুলেশন বা প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এবং ইহার প্রস্তাবক ছিল আরো ১২৩টি দেশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা হয়তো রহিয়াছে; কিন্তু একটি নূতন প্রযুক্তির সকলই খারাপ–এমন মন-মানসিকতা পোষণ করা কোনোভাবেই কাম্য নহে। গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, খোদ বাংলাদেশেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যক্ষ্মা শনাক্তে সাফল্য আসিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় যক্ষ্মা নির্ণয় সফল হইয়াছে। বাংলাদেশে যদি রোবটের মাধ্যমে হার্টের চিকিত্সায় সফলতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য জটিল চিকিত্সার ক্ষেত্রেও কেন সফলতা পাওয়া যাইবে না? আমাদের দেশে রোবটের মাধ্যমে টেলিভিশনের খবর পাঠ, রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন–এমনকি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে ইহার প্রচলন শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি বিরাট পরিবর্তন নিঃসন্দেহে। ইহাতে চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও অনেকে আবার এই ব্যাপারে আশাবাদী। তাহারা বলিতেছেন, ইহাতে রোবটিক শিল্পে নূতন নূতন দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন পড়িবে।

অনুরূপভাবে এই মুহূর্তে যক্ষ্মা চিকিত্সায় এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের খবরে আমরা আশান্বিত না হইয়া পারি না। আগামী বত্সর দেশের তিনটি জেলায় (ঢাকা, খুলনা ও পঞ্চগড়) প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হইবে বলিয়া জানাইয়াছে ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমুনোলজি অব বাংলাদেশ বা আইএসিআইবি। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো যক্ষ্মা শনাক্তে এইআই প্রযুক্তি ব্যবহারের পাইলটিং চলিতেছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই দেশেও এমন উদ্যোগের কথা যাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন, তাহাদের আমরা স্বাগত জানাই। কেননা একসময় বলা হইত–যক্ষ্মা হইলে রক্ষা নাই। এখন সেইখানে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। তাহার পরও চলমান পদ্ধতিতে যক্ষ্মা নির্ণয়ে সমস্যা রহিয়াছে। সঠিকভাবে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করিতে না পারায় বহু রোগী দুর্ভোগ পোহাইতেছেন। ইহাতে অনেকে যক্ষ্মা শনাক্তের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছেন। বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে এআই প্রযুক্তির সাহায্যে সফলতা অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী হইতে পারে?

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এআইয়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবজাতির জন্য ভয়াবহ হুমকির কারণ হইতে পারে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। টেক জায়ান্ট গুগলের সাবেক প্রধান নির্বাহী এরিক স্মিড সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহা মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গ্যারি মার্কাস ইহাকে একটি কাচের ঘরে ষাঁড় ঢুকিয়া যাইবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তবে ইহা যতদিন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, ততদিন কোনো সমস্যা হইবে না। এই জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে একটি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ চান স্বয়ং চ্যাটজিপিটির প্রধান নির্বাহী জেমস ক্লেটনও। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার হিতকার ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হইবে সবচাইতে অধিক। যক্ষ্মা শনাক্তে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতায় সেই আশাবাদের বাণীই প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি।

•••••••••••••

ঐতিহ্যময় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন উপাচার্যর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

আলিয়া মাদ্রাসার উন্নীত ও রূপান্তরিত রূপ হচ্ছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৭ সালে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঘটে এই রূপান্তর। বাংলার মুসলমানদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত আবেগের তার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। সবকিছুকে বাদ দিয়ে একটাই কথা বলা যায় বাংলার একমাত্র সংখ্যালঘু স্বশাসিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নতুন উপাচার্যর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি লিখেছেন মুহাম্মাদ আবদুল মোমেন।

আলিয়া মাদ্রাসার উন্নীত ও রূপান্তরিত রূপ হচ্ছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৭ সালে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঘটে এই রূপান্তর। বাংলার মুসলমানদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত আবেগের তার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। সবকিছুকে বাদ দিয়ে একটাই কথা বলা যায় বাংলার একমাত্র সংখ্যালঘু স্বশাসিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নয় নয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়াটা উনিশ বছর পার করে ফেলেছে। এই উনিশ বছরে পূর্ণ মর্যাদার উপাচার্য পেয়েছে চার জন। ইতিপূর্বে আলিয়া থেকে তিন জন উপাচার্য দায়িত্ব পালন করেছেন। চতুর্থ উপাচার্য হিসেবে সদ্য সদ্য যোগদান করেছেন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। যোগদান করার পর এমনকি উপাচার্য হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকে মহামান্য উপাচার্যের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসা শোনা যাচ্ছে। সেই হিসেবে বলা যায়, নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দক্ষ ও যোগ্য ব্যাক্তির হাতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বাংলার শিক্ষানুরাগী মুসলমান সমাজের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যেহেতু আকাশ ছোঁয়া প্রত্যাশা রয়েছে স্বাভাবিক ভাবে সেই প্রত্যাশার ভারটা দক্ষ উপাচার্যের উপরই পড়ে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ২০১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ঘোষণা ছিল - আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি বিশ্ব মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষনা দ্রুত বাস্তবায়িত হোক, গভীর আশায় বুক বেঁধে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত আশা পূরণ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। এর জন্য সরকারের দায় নেই, দায়ী প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা ও প্রশাসনিক সমস্যা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয় নয় করে তিন জন পূর্ণ সময়ের উপাচার্য চলে গেছেন। কার্যনিয়ামক বা তাৎক্ষণিক উপাচার্যও গেছেন তিন জন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হয় না। ওয়াকিবহল মহলে তেমনই চর্চা রয়েছে। আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও প্রশাসনিক দড়ি টানাটানির ফলে এমন অবস্থা বলে উল্লেখিত মহলের ধারণা। এখানে প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবের থেকে প্রলম্বিত “ব্যাক্তিকেন্দ্রীকতার ছায়া” বলে তাদের ধারণা। যার ফলে প্রথম উপাচার্য ড. সৈয়দ শামসুল আলম ছাড়া বাকি দুই উপাচার্য দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নানা অস্থিরতা সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যায়জুড়ে। প্রথম জন বাদ দিয়ে বাকি দু’জনকেই চরম অপমানিত ও হেনস্থা হতে হয়েছে। বিশেষত অধ্যাপক ড. আবু তালেব খানের বিরুদ্ধে ডানপিটে ছাত্রদেরকে লেলিয়ে দিয়ে চরম হেনস্থা এমনকি শারিরীক নিগ্রহ পর্যন্ত করানো হয়। কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী; ছাত্রদের ‘ভিসি তাড়াও আলিয়া বাঁচাও’ আন্দোলনে নামিয়ে দিয়ে মেয়াদ বৃদ্ধি আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কার্যত ওনাকে আলিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যদিও একজন সম্মানীয় উপাচার্য সম্পর্কে এমন শব্দ ব্যবহার করা শোভনীয় নয় কিন্তু যেটা ঘটেছিল সেটা জাতির জানা উচিত। আমার ধারণা এখনও পর্যন্ত কর্মচঞ্চল কর্মদ্যোগ কর্মদক্ষতায় সেরা উপাচার্য তিনি। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড তিনি নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাই তাঁর বিরুদ্ধে অপশক্তি লেগে পড়েছিল, এমন মন্তব্য নানা জনের থেকে শোনা যায়। সর্বশেষে মেয়াদ শেষ করে চলে যাওয়া উপাচার্য ড. মোহাম্মাদ আলিকে কেন্দ্র করে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। বিরোধ তেরি হয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। ওনার সময়ে দীর্ঘ দেড় বছর আর্থিক অবরোধের মধ্যে পড়ে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যুতের বিল না মেটাতে পারার জন্যে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ার নোটিশ পর্যন্ত ধরানো হয়। একই কারণে ওয়াইফাই সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে এটা কত বড় অপমান তা ভাবতে হবে!

অন্যদিকে, মামলা চলার কারণে প্রয়াত প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ আনোয়ার হোসেন দফাদার পেনশন পাননি। ওনার স্ত্রীরও আজ পর্যন্ত ফেমিলি পেনশন শুরু হয়নি। আনোয়ার হোসেন পরিবারের করুণ অবস্থার দিকে সংশ্লিষ্টদের কেউ ফিরে তাকানোর কেউ নেই। পূরনো কাসুন্দি আর না ঘেঁটে ভবিষ্যতের দিকে নজর দেওয়া উত্তম মনে করছি।

নতুন উপাচার্য যোগ দিয়েছেন। অবশ্যই তিনি দক্ষ ও যোগ্য মানুষ, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আলিয়ার প্রাক্তনী, অনুরাগীসহ সংখ্যালঘু সমাজের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। নতুন উপাচার্যের উদ্দেশ্যে সেগুলোর একটা ছোট্ট স্মরণিকা এমন হতে পারে-

প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ টি খান আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৭-এ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী চেয়ে সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব এর নিকট সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখ। সংশোধনগুলো একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযোগীও। কিন্তু দীর্ঘ আট বছর অতিক্রান্ত হলেও কোথায় পড়ে আছে তার কোনও সন্ধান করা হয়নি। আশা করা যায় মাননীয় উপাচার্য সেই ফাইলটা খোঁজ করবেন।

পার্কসার্কাস গোরাচাঁদ রোডে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘে জমি রয়েছে যার প্রতি স্বাস্থ্য দফতরের নজর রয়েছে। তারা ওটার থেকে বেশ কিছুটা অংশ পেতে চায় কিন্তু উপাচার্য ডঃ এটি খান ওই জায়গাকে নিয়ে মাল্টি কমপ্লেক্স প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে গেছেন। যেমন স্টেডিয়াম থেকে বয়েজ, গার্লস হোস্টেল, আইন বিভাগ প্রভৃতি আরও অনেকগুলো কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে। যতটুকু জানি প্রকল্পটি উপযুক্ত কতৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিতও হয়ে আছে। কিন্তু আবু তালেব চলে যাওয়ার পর প্রকল্পটির কি অবস্থা তা জানা নেই। নবনিযুক্ত উপাচার্য মহাশয় বিষয়টি দেখলে আলিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে উঠবে।

আলিয়া মাদ্রাসার উন্নীত ও রূপান্তরিত রূপ হচ্ছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৭ সালে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঘটে এই রূপান্তর। বাংলার মুসলমানদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত আবেগের তার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। সবকিছুকে বাদ দিয়ে একটাই কথা বলা যায় বাংলার একমাত্র সংখ্যালঘু স্বশাসিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নয় নয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়াটা উনিশ বছর পার করে ফেলেছে। নতুন উপাচার্যের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসা শোনা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দক্ষ ও যোগ্য ব্যাক্তির হাতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

মেইন অর্থাৎ নিউটাউন ক্যাম্পাসের অনুমোদিত প্লান আঠেরো তলা। অথচ হয়েছে মাত্র আট তলা। বিল্ডিংটি আঠেরো তলা পর্যন্ত উঠুক সেই প্রত্যাশা আলিয়া অনুরাগীদের। মাননীয় উপাচার্য সেটাও দেখবেন।

নিউটাউন ক্যাম্পাস সংলগ্ন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য মাত্র দুটি হোস্টেল রয়েছে। হোস্টেল দুটিই ‘মিরর ফেসিং’ প্রকল্প হিসেবে অনুমোদিত অর্থাৎ আরো দুটি দুই গা ঘেঁষে হওয়ার কথা। সেটা হলে জেলার থেকে আসা ছাত্র ছাত্রীদের থাকার সুযোগ আরও বাড়তে পারে। প্রকল্পটি পূর্ণ হোক আলিয়া অনুরাগী ও ছাত্র ছাত্রীদের আশা। নাহলে আগামী দু’চার বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা তলানিতে ঠেকার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি ক্যাম্পাস অর্থাৎ তালতলা ক্যাম্পাস, যেটা “আলিয়া মাদ্রাসা” - সংলগ্ন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের বেগম রোকেয়া ভবনের পাশের জায়গা যেটা আলিয়ারই সম্পত্তি সেটা এবং পুরনো মাদ্রাসা পর্ষদ ভবন যা মহশিন ভবন নামে পরিচিত তার একটা তলা মাওলানা আজাদ কলেজের দখলে চলে গেল। অথচ আমার যতটুকু জানা ওই স্থানে আলিয়ার গার্লস হোস্টেলের প্রকল্প বানিয়ে ছিলেন উপাচার্য এ টি খান। এমনকি বেগম রোকেয়া ভবনটার দাবিও জানিয়েছিলেন বলে ওনার থেকে শুনেছি। ওই প্রকল্পটিও বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলএম পাঠক্রম থাকলেও এলএলবি নেই। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠক্রম নেই, সোশিওলজি নেই। বি এস ডব্লিউ এম এস ডব্লিউও নেই। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠক্রম গুলো নেই কেন তার কারণ অনুসন্ধান করবেন এবং চালু করার ব্যবস্থা করবেন এমন প্রত্যাশা অবান্তর নয়।

পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসে অডিটরিয়াম আছে কিন্তু নিউটাউন ক্যাম্পাসে অডিটরিয়াম নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অডিটরিয়াম কথটা দরকারি তার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন নেই। সেই চাহিদা পুরণ করার ব্যবস্থা করবেন।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাকাল্টি রয়েছে কিন্তু ফ্যাকাল্টিতে স্থায়ী শিক্ষক পর্যাপ্ত নেই, অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এই সমস্যার ধরন সম্পর্কে উপাচার্য মহাশয়েকে বোঝানোর প্রয়োজন হয়না। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপডি কর্মীর প্রায় সমস্তটা অস্থায়ী। অথচ তারা দশ থেকে পনেরো বছর ধরে কাজ করছেন কিন্তু স্থায়ী হয়নি। স্থায়ীকরণের উদ্যোগ কতৃপক্ষের ছিল না। একটা উচ্চ ও বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য চুক্তি ভিত্তিক কিম্বা অস্থায়ী কর্মী নির্ভরযোগ্যতা কতটা উপযোগী!

সর্বোপরি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঐতিহ্য ও মর্যাদার প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করবেন এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আলিয়া মাদ্রাসা হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। যে আলিয়া মাদ্রাসার নতুন করে পরিচিতি দেওয়ার অর্থ সময় ও পরিসরের অপচয়। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিষ্ঠিত কলকাতার সেই মাদ্রাসা রূপান্তরিত হতে হতে বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। “আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৭” এ সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে আইনের ভূমিকা অংশে সে তত্ত্ব রক্ষা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংরক্ষণ করেই থেমে থাকেনি; আলিয়া মাদ্রাসার ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ ধাকরক ও বাহক হওয়ার প্রতিশ্রুতিও রাখা হয়েছে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইনের চ্যাপ্টার- ২ এর ৩ নং ক্লজে তার স্পষ্টিকরণ রয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকদের তরফ থেকে আলিয়া মাদ্রাসার ঐতিহ্য ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পরিসর রয়েছে কিন্তু সেটা প্রতিবেদনের উপজীব্য নয়। কেবল এতটুকু উল্লেখ করা আবশ্যিক মনে করি, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পিছনে আলিয়া মাদ্রাসা এবং সর্বোপরি মাদ্রাসা ছাত্র এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অনুরাগীদের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবদান রয়েছে।

পরিস্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় বর্তমানের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি, থিওলজি ও ইসলামিক স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির ছাত্র ছাত্রীদের পূর্বসূরীদের অবদান অনস্বীকার্য। পরিতাপের বিষয় উক্ত মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টিগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপেক্ষিত।

কেবল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামের সাথে মাদ্রাসা কথাটির সম্পৃক্ততাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকটা পরতে পরতে জুড়ে রয়েছে মাদ্রাসা আর মাদ্রাসা। আশাকরি মহামান্য নবনিযুক্ত উপাচার্য মহাশয় আলিয়া মাদ্রাসার ঐতিহ্যকে স্মরণে রাখবেন।

লেখক আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সেন্টার-সাতুলিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষক ও আলিয়ার প্রাক্তনী

স্যান্ডি টোলান

ট্রাম্প যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য হুমকি হয়ে উঠছেন

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মাহমুদ খলিলকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করায় ট্রাম্প প্রশাসনের চেষ্টা তীব্র ক্ষোভ ও দেশব্যাপী বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে খলিলের গ্রেপ্তার বিস্ময়কর মনে হতে পারে; তবে আমাদের কাছে তা মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ, আমরা গাজার ওপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়া ফিলিস্তিনবিরোধী ঘৃণা মোকাবিলা করে যাচ্ছি।

২০২৩ সালের অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর এই ঘৃণা আরও বেড়েছে। এটি ট্রাম্পকে ‘অপ্রয়োজনীয়দের’ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং বাক্স্বাধীনতা ও শিক্ষা অর্জনের অধিকার খর্ব করার সুযোগ করে দিয়েছে। গত বসন্তে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস–এ আমি একটি কলাম লিখেছিলাম। সেখানে আমি আমার নিজ বিশ্ববিদ্যালয় সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি (ইউএসসি) কর্তৃপক্ষের কঠোর সমালোচনা করেছিলাম। কারণ, তারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার করতে দাঙ্গা পুলিশ ডেকেছিল। এরপর এক ক্ষুব্ধ পাঠক আমাকে লিখেছিলেন, ‘তুমি যদি হামাসকে এত ভালোবাসো, তাহলে গাজার দক্ষিণে চলে যাও। তাহলে অন্তত ভবিষ্যতে কোনো বোমা হামলায় তোমার নামও নিহতদের তালিকায় থাকবে।’

এর কয়েক মাস পর আমার লেখা ক্যাম্পাস লকডাউনের ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা নিয়ে প্রায় চার হাজার স্বয়ংক্রিয় ই-মেইল আসতে থাকে, যার শুরুতেই লেখা থাকত ‘চরম ঘৃণ্য স্যান্ডি টোলান’। আর আমি তো ভুলতে পারব না–গত সপ্তাহে যখন আমি গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রমাণ নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলাম, তখন ক্ষুব্ধ টেক্সানরা আমার বক্তৃতা বন্ধ করতে কীভাবে চিৎকার করছিলেন। তবে এসব ঘটনা আমার কাছে তেমন বড় কিছু মনে হয় না। আমি ভাবি, আমার সেই সহকর্মীদের কথা, যাঁরা শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন, তারপর গ্রেপ্তার হয়েছেন বা শাস্তি ভোগ করেছেন। কিংবা সেই শিক্ষার্থীদের কথা, যাঁদের নাম কালোতালিকায় তোলা হয়েছে, চাকরি হারাতে হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে, এমনকি চাকরির অফারও বাতিল করা হয়েছে। এত কিছু সহ্য করার পরও আমার অভিজ্ঞতা গাজার মানুষের চরম দুর্ভোগের সামনে একেবারেই

তুচ্ছ। গত ১৭ মাসে সেখানে ৪৭ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই ইসরায়েলি বাহিনীর ছোড়া মার্কিন অস্ত্রে মারা গেছেন। হাজার হাজার মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন, অনেকের দেহের অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গাজার সব বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। নিহত হয়েছেন এক শর বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী; সঙ্গে শত শত ছাত্রছাত্রী। গাজার বাস্তবতা তুলে ধরতে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ দেখা যায়, তা মূলত ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠস্বর দীর্ঘদিন ধরে মুছে ফেলার ফল। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) ফিলিস্তিনিদের হয় ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে চিত্রিত করে, নয়তো শুধু ‘ভুক্তভোগী’ হিসেবে। এসব সংবাদমাধ্যম তাঁদের কখনোই একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে দেখে না। এই অমানবিকীকরণের কারণেই মাহমুদ খলিলের মতো ব্যক্তির গ্রেপ্তার এত সহজ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরিষ্কারভাবে বলেছেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভয় সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। তিনি ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ লিখেছেন, ‘আমরা এই সন্ত্রাসীদের সমর্থকদের খুঁজে বের করব, গ্রেপ্তার করব এবং বহিষ্কার করব। আমরা আশা করি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এই নির্দেশ মানবে।’ খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এখনই এই স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের দীর্ঘদিন ধরে অবমাননা ও দমন করার কারণে এই কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। আর অযৌক্তিকভাবে ‘অ্যান্টি-সেমিটিজম’ (ইহুদিবিদ্বেষ)-এর মিথ্যা অভিযোগ ব্যবহার করা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই অভিযোগগুলোর শিকড় গত বছরের গাজা আন্দোলনে প্রোথিত, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল। সেখানে গণহত্যার অভিযোগ তোলা হয়েছিল এবং ‘নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত’ ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার স্লোগান দেওয়া হয়েছিল–যা আসলে ইসরায়েলের ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্টির মূলনীতির অংশ ছিল। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরও কয়েকটি দেশ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুলেছে। এমনকি গণহত্যা ও হলোকাস্ট নিয়ে গবেষণা করা অনেক বিশেষজ্ঞও এই মতামতের সঙ্গে একমত। তাই এটি কোনোভাবেই ইহুদিবিদ্বেষ হতে পারে না। অবশ্যই প্রকৃত ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তি এসব অভিযোগ করছেন বাক্স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য, সত্যিকারের ইহুদিবিদ্বেষ ঠেকানোর জন্য নয়।

এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্তকারীদের পাঠাচ্ছে। এই তদন্তকারীরা বিদেশি শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ড নজরদারি করে রিপোর্ট তৈরি করবেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাহমুদ খলিলের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, ‘এটি প্রথম ঘটনা, এ রকম আরও অনেক কিছু আসছে।’ ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর আর্থিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নীতিগত সমর্থন আদায় করতে চাইছে। এই চাপের মূল হাতিয়ার হলো ফেডারেল তহবিল (যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়ন) হ্রাসের হুমকি। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে যেগুলো গবেষণা ও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য ফেডারেল তহবিলের ওপর নির্ভরশীল–সরকারের নির্দেশনা মানতে বাধ্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ইউএসসি (ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া) এবং কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও ফেডারেল গবেষণা অনুদান, শিক্ষার্থীর ঋণসুবিধা বা বিশেষ প্রকল্পের তহবিল হারানোর ভয়ে নীতিগত পরিবর্তনে বাধ্য হতে পারে। স্বৈরশাসকদের আদেশ মানার কোনো মানে হয় না, বিশেষ করে যখন তা মেনে নিয়েও শেষ পর্যন্ত ক্ষতিই হয় এবং তাদের দমনমূলক পরিকল্পনা কোনো গোপন বিষয় নয়। ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড দুর্বল করে দিতে চায়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত, তা খুবই স্পষ্ট আর তা হলো দমনমূলক চাপের কাছে নতিস্বীকার করা যাবে না। আমাদের এখন নিজেদের মূল্যবোধ নির্ভয়ে রক্ষা করতে হবে, বাধ্য হয়ে নয়, বরং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের জ্ঞানচর্চা রক্ষা করতে হবে, শিক্ষার্থীদের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

স্যান্ডি টোলান লস অ্যাঞ্জেলেসের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির অ্যানেনবার্গ স্কুল ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজমের অধ্যাপক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, অনুবাদ

প্রথম নজর

চিকিৎসার অভাবে মৃতের পরিবারে পাশে নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগর শহরে মাকে নিয়ে বছরের ১১ মেয়ে রাস্তায় বসে। দেখলেন অনেকেই। অভিযোগ, এগিয়ে এলেন না কেউ। একা মেয়ে রাস্তায় বসে চিৎকার করে কাঁদলেও তাতে মন গলেনি কোনও 'মানুষ'-এরই! তার বাবা ছুটে বেড়ালেন একটা গাড়ি জোগাড় করতে। কিন্তু, কেউ বাড়িয়ে দিলেন না সাহায্যের হাত। ফল! পথেই, মেয়ের কোলে মাথা রেখে মারা গেলেন ৪৫ বছরের জাহেরা বিবি। অমানবিকতার এই কদর্য রূপের সাক্ষী রইল কৃষ্ণনগর শহর বাসি গত শুক্রবার সকালে ঘটনা। জানা গিয়েছে, জাহেরার কিডনির সমস্যা ছিল। স্বামী নুর মোহাম্মদ বলেন,জমি বিক্রি করে নিয়মিত ডায়ালিসিস করা হচ্ছিল তাঁর। ডায়ালিসিসের জন্যই সকাল ৯টা নাগাদ তেহট্টর তরণীপুরের বাড়ি থেকে মেয়ের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন নুর ও জাহেরা। বেসরকারি বাসে করে আসছিলেন কৃষ্ণনগরে পালপাড়ায় একটি নার্সিংহোমে। সূত্রের খবর, কৃষ্ণনগর শহরে ঢোকার মুখে অসুস্থতা বাড়ে জাহেরার। তার একটু পরে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে কৃষ্ণনগর-করিমপুর পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে নেমে পড়েন নুর।

রবিবার তেহট্ট থানার তরণীপুর মৃত জাহেরা বিবির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন আই এস এফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী মৃতের স্বামী নূর মোহাম্মদ মন্ডল এর সঙ্গে কথা বললেন এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।

৫০ বছর পর কাঁচা রাস্তা পাকা করা শুরু

মহম্মদ নাজিম ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বাম আমলের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পুরনো কাঁচা রাস্তা জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেড়শো মিটার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন তৃণমূলের জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম। রবিবার ফিতা কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে সেই কাজের সূচনা করেন তিনি। দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হল এলাকার মানুষের। খুশি মানুষজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বরুই ও রশিদাবাদ অঞ্চলের সংযোগ রাস্তা রন্থল কবরস্থান থেকে রনিয়াবাড়ি বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। বর্ষার সময় রাস্তায় এক হাঁটু কাদা হয়ে যেত। চলাচলে খুব সমস্যা হত। ছাত্র ছাত্রীরা এই রাস্তা দিয়ে স্কুল যেতে পারতেন না। এমনকি গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স ও দমকল গাড়ি ঢুকতে পারত না। রাস্তার দাবিতে একাধিকবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকার মানুষ। বাম নেতাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেলেও হয়নি রাস্তা। একবছর আগে কর্মাধ্যক্ষ রবিউল কে এলাকার মানুষ রাস্তার দাবি করেন। রাস্তা করে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন তিনি। যেমন কথা তেমন কাজ। সেই রাস্তার শিলান্যাস করলেন এদিন।

গৈপুর শিল্পী সংঘের রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা দিবস শনিবার ও রবিবার দু'দিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করল গোবরডাঙ্গার গৈপুর শিল্পী সংঘ। প্রথমদিন স্বাস্থ্য শিবিরে সুগার পরীক্ষা,ব্লাড প্রেসার পরীক্ষার ব্যবস্হা করা হয়েছিল। ৫৫ জন এই স্বাস্থ্য শিবির থেকে পরিষেবা নিয়েছেন। রবিবার ছিল রক্তদান শিবির। ৩৫ জন মহিলা সহ মোট ৫৩ জন এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। এবার ছিল রক্তদান শিবিরের ষষ্ঠতম বর্ষ। রক্ত সংগ্রহ করে কলকাতার আলিপুর কোঠারি নার্সিং হোম। রক্তদাতাদের একটি করে গাছের চারা উপহার দেওয়া হয়। নাচ,গান,আবৃত্তি, কথা বলা পুতুলের শো, যোগাসন শো,ম্যাজিক শো সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা নিবেদিত বাচ্চাদের নিয়ে অভিনীত বিধাতা পুরুষ নাটক মঞ্চস্থ হয়।

গাদং নাগরিক মঞ্চের ইফতার মজলিশ

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: গাদং নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাসে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হলো। মুলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে এই উদ্যোগ নিয়েছেন সমাজের সকল স্তরের মানুষেরা। রবিবার বিকেলে ২২শে রমজানে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং এক নং অঞ্চলের ক্লাব মোড়ে একটি ঘরের ছাদে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ছোট থেকে বড় সবাই একসাথে এই ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন। নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক মানিক মন্ডল জানান, গাদং নাগরিক মঞ্চ প্রথম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই কমিটির পক্ষ থেকে রক্তদান, বস্ত্র বিতরণ সহ বহু সামাজিক কাজকর্ম করা হয়। এছাড়াও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সারা বছর একাধিক সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে এবং দূর্গাপজাতেও নিজেদের নিয়োজিত রাখেন কমিটির প্রত্যেক সদস্য।

কৈখালি পর্যটন কেন্দ্র সাজাতে সরকারি উদ্যোগে শুরু হল কাজ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: আইলা থেকে আমফান ভেঙে গিয়েছে একাধিক বাঁধ সুন্দরবনে। নদীপাড়ে বাস করে সবসময় মনে আতঙ্ক নিয়ে দিনযাপন করতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। প্রতি বছরই সুন্দরবনে লেগে থাকে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার কুলতলির কৈখালি। আর এই কৈখালিতে সারা বছর পর্যটকরা ভিড় করে। ধীরে ধীরে এই কৈখালি পর্যটন কেন্দ্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তবে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৈখালি ঘেষা মাতলা নদী বাঁধের অবস্থা সংকট জনক হয়ে পড়েছে। আর তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পর্যটক থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এ নিয়ে বারবার স্থানীয়দের দাবি ছিল স্থায়ী বাঁধ তৈরির। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে কৈখালিতে তৈরি হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতির উন্নততর বাঁধ। দীর্ঘদিন বুকের মধ্যে পুষে রাখা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাচ্ছে তাই উচ্ছ্বসিত পর্যটক থেকে নদীর পাড়ের বাসিন্দারা। দেখা দিয়েছে তাদের মাঝে স্বস্তি। কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈখালি নদী পাড় এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, বাঁধ নির্মাণে কাজ চলছে। তবে বাঁধ নির্মাণে যেন কোনো অনিয়ম না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার দাবি স্থানীয়দের। এখন নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে কৈখালি সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে কৈখালি পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার এর আগে ও কংক্রিটের বাঁধ করার কথা ঘোষণা করে ছিল। তবে কবে হবে সেই নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতেই সমস্যায় পড়েন গ্রামবাসীরা। তবে এবার বড়সড় বিপদ হয়নি। তাই ভবিষ্যতে যাতে আর সমস্যা না হয়,তাই কংক্রিটের পাকা বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হল। এব্যাপারে কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের কৈখালি পর্যটন কেন্দ্রকে সাজিয়ে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই মতো কাজ শুরু হয়েছে।

সব সম্প্রদায়েরই ধর্মাচরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে: পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: পবিত্র ঈদুল ফিতর নিয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের উদ্যেগে ও হাড়োয়া থানার ব্যবস্থাপনায় হাড়োয়া জয়া ভবনে প্রশাসনিক বৈঠক ও ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হল, এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয় রাজ্যের ঐতিহ্যের পরম্পরা বজায় রেখে শান্তি ও সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে সম্প্রতি ও সৌহার্দ্য সুদৃঢ় করতে ঈদের ময়দান থেকে দেশ বাসির উদ্দেশ্য প্রতি বছরের মতো এবারও ইমাম সাহেব গন বার্তা দেবেন। ভারতবর্ষের, সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সৌহার্দ্য কোন ভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। এদিনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট জেলা পুলিশ সুপার ডঃ মেহেদী হাসান, এডিশনাল পুলিশ সুপার দুর্বার বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন, হাসিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমির সুপার মহঃ মুফাসসির হোসেন, তাহিরা হাসপাতালের ম্যানেজার মহিউদ্দিন, হাড়োয়া থানার ওসি প্রতাপ আদক,সি আই অভিজিৎ হাইতি, জয়েন্ট বি ডি ও অনিমেষ পাল সহ প্রমুখ সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ সফিক আহমেদ।

পুলিশ সুপার ড. মেহেদী হাসান বলেন আমরা কেউই আমাদের পবিত্র সংবিধানের উদ্ধে নয়, সংবিধান সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে তার ধর্মাচরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, ফলে আমরা প্রত্যেকেই শিষ্টাচার মেনে সংবিধানের গন্ডির মধ্যে থেকেই যে যার ধর্ম পালন করবো। পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন বলেন ঈদ মানেই আনন্দ ও শান্তি, আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর দেখানো পথেই সেই শান্তির বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেব, এবং দেশের সৌভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় ও সংবিধান অক্ষুন্ন রাখতে প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে এগিয়ে চলতে হবে।

বাদুড়িয়ায় দুঃস্থদের সামগ্রী বিতরণ তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের

এহসানুল হক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে দুঃস্থদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হলো বাদুড়িয়া তৃণমূল তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে। বাদুড়িয়া দিলীপ স্কুল ময়দানে। মূল্যবৃদ্ধির বর্তমান পরিস্থিতিতে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল পরিবারগুলোর কথা মাথায় রেখে এদিন এই কর্মসূচি বলে জানা গিয়েছে। বাদুড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে ঈদ উপলক্ষে এলাকার প্রায় কয়েক হাজার দুঃস্থ গরিব পরিবারগুলিকে কিছু নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাদুড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আশিক বিল্লাহ, বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলু, বাদুড়িয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম সিং, বাদুড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসের মেন ব্লকের সভাপতি প্রতাপ উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবী মনিরুল ইসলাম সহ একাধিক বিশিষ্ট নেত্রী বর্গরা। এদিন বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলু জানান, ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানেই উৎসব, ঈদ মানেই সবাইকে নিয়েই খুশির ঈদ। এই খুশির ঈদে যারা অসহায় দুঃস্থ বস্ত্র কিনতে পারেন না তাদের সামান্য উপহার তুলে দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে। তিনি বলেন আজ বাদুড়িয়ার দিলীপি স্কুল ময়দান থেকে, কয়েক হাজার মানুষের হাতে শাড়ি লুঙ্গি তুলে দেওয়া হয়। কারণ ঈদ উৎসবে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই উৎসব পালন করতে চাই। পাশাপাশি তিনি জানিয়ে রাখেন আগামী সোমবার বাদুড়িয়া দিলীপ স্কুল ময়দানে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হবে। সকল মানুষকে আসার জন্য অনুরোধ জানান তিনি। তৃণমূল সংখ্যালঘু ছেলের বাদুড়িয়ার সভাপতি, আশিক বিল্লাহ জানান, আজ কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ঈদ উপলক্ষ করে আমরা বস্ত্র তুলে দিয়েছি।

বিশ্ব জল দিবস নিয়ে আলোচনা

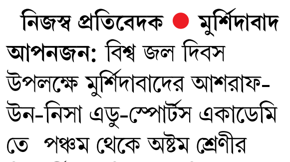

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের আশরাফ-উন-নিসা এডু-স্পোর্টস একাডেমি তে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষক বিশ্বনাথ মন্ডল ক্ষুদ্র বক্তব্যের মধ্যে কিভাবে জল সংরক্ষণ করা যাবে ও কি ভাবে ভৈরব নদী বাঁচানো যাবে তার কথা ছাত্র ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন।

কলিন স্ট্রিটে নয়া লজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার ১১৫ কলিন স্ট্রিটে বায়াত আল নুর গেষ্ট হাউজের উদ্বোধন হল । এদিন গেষ্ট হাউজে ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রফিকুল হাসান, বিশিষ্ট সাংবাদিক ফিরোজ হোসেন, চিকিৎসক নায়েব সিদ্দিকী, অধ্যাপিকা অনুপা চক্রবর্তী, সমাজসেবী সন্দীপা নন্দী ও মোহাম্মদ মহাতাশিম সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ভোট ঘিরে তৃণমূল ও বাম সমর্থকদের মধ্যে বচসা

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ভোটে নির্বাচিত হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সংঘ। এই সংঘ আগামী পাঁচ বছর পঞ্চায়েতে যত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী আছে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ভোটে রবিবার তেহট্ট-১ ব্লক অফিসের বাইরে তৃণমূল ও সিপিএম কর্মী সমর্থকদের বচসা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বিশাল পুলিস বাহিনী গিয়ে এই উত্তেজনা প্রশমন করে।

এদিন বেশ কয়েকবার এই দুই পক্ষের উত্তেজনা তৈরি হয়। এমনকি অভিযোগ ভোট কেন্দ্রে দুই পক্ষের মহিলাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায় ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে। প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন তেহট্ট-১ ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিন সংঘ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেতাই-১ ও ২ এবং পাথরঘাটা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে সংঘের সদস্যরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে যান। কানাইনগর ও নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোট হয়। এরমধ্যে কানাই নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২ টি আসনের মধ্যে ছয়টি ও নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ টি আসনের মধ্যে ৮ টি আসনে ভোট হয়। বাকি আসনগুলি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় সদস্যারা।

এদিন ভোটের শুরু থেকেই ব্লক অফিসের বাইরে দুই দলের সমর্থকরা ভিড় করেছিল। ভিতরেও ছিল টান টান উত্তেজনা। উত্তেজনা থাকার জন্য ব্লক অফিসে ছিল বিশাল পুলিস বাহিনী। বিকেলে ভোট গণনা শেষে দেখা যায়, কানাইনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১২ টি আসনের মধ্য তৃণমূল কংগ্রেস সাতটি আসন পেয়ে জয়ী হয়। অন্যদিকে নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৫ টি আসনের মধ্য ১১ টি আসন পেয়ে সিপিএমে বোর্ড দখল করে।

১০ হাজার মানুষকে ইফতার সামগ্রী প্রদান বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জির

এম মেহেদী সানি ● রাজারহাট

আপনজন: রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা কেন্দ্রের বালিগরীতে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে ইফতার সামগ্রী প্রদান করলেন বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী। শনিবার ওই অনুষ্ঠানে ধর্মগুরুদের পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃত্বরাও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বানও জানানো হয় এদিনের কর্মসূচি থেকে। বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন হাজার হাজার মানুষ বালিগরীতে উপস্থিত হন। বিধায়কের তরফে ইফতার সামগ্রী পেয়ে হাসিমুখে বিধায়কের জন্য দোয়া করতে করতে বাড়ির পথে যাওয়ার সময় রোজাদাররা বলেন, 'আমরা দোয়া করি আল্লাহর কাছে, আমাদের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক। উনি মুসলিমদের খুব ভালোবাসেন, একটুও বিদ্বেষ নেই।' বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে চলি। আমাদের শ্রদ্ধেয় দিদি শিক্ষা দেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার । রাজারহাটের হিন্দু মুসলিম সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতি আছে, তাকে অটুট রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। এভাবেই সবাইকে পাশে চাই। রাজারহাট নিউটাউনের মানুষের ভালোবাসা আমাদের পাশে আছে । এটাই আমাদের শক্তি।'

মগরাহাট প্রেস ক্লাবে দুঃস্থদের বস্ত্র উপহার

সাইফুল লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ও গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোসাইটির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় বস্ত্র উপহার ও সংবর্ধনা সভা । এই অনুষ্ঠানে গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল এর সম্পাদক অমল কর্মকার বলেন, রোজা হল ত্যাগের মাস সংযমের মাস, এই মাসে কিছু উপহার দিয়ে মানুষের পাশে থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী বর্ণালী কানু, ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের প্রেসিডেন্ট ও সবার খবরের সম্পাদক কিংশুক ভট্টাচার্য, কনা সাহা, তপন চক্রবর্তী, বিমান চৌধুরী, সমাজসেবী নির্মলা কানু প্রমুখ। মগরাহাট প্রেসক্লাবের সম্পাদক ওয়ারিশ লস্কর জানান বিগত বছরের মত আমরা এবছরও বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে অসহায় পরিবারকে। এর পাশাপাশি চিনি ছোলা শিমুই বিতরণ করা হয় বলে তিনি জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুঃস্থদের বস্ত্র বিলি সংখ্যালঘু সেলের

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এলাকার দুঃস্থ ও গরীব মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ইফতার মজলিসের আয়োজন করেন, যুগদিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের সহযোগিতায় , ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হয় রবিবার সন্ধ্যায় যুগদিয়া তালতলা এলাকায়। যুগদিয়া অঞ্চল এলাকার দুঃস্থ ও গরীব মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে ঈদের আগে যুগদিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের সহযোগিতায় নতুন বস্ত্র বিতরণ ও ইফতার মজলিসের আয়োজন করেন। যুগদিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতি ইকবাল হোসেন জানান, এদিন এলাকার প্রায় ২০০ জন পুরুষ ও মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ইফতারের আয়োজন করেন। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট ২ নং ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাচ্চু সেখ। জেলা পরিষদের সদস্যা জাহানারা, রফিকুলগাজি সহ অন্যআন্য নেতৃত্ব।

'নমঃশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব'

সমীর দাস ● হাওড়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নমঃশূদ্র ওয়েফারার বোর্ডের উদ্যোগে হাওড়া জেলার অন্তর্গত স্বরস্বতী পল্লীতে অনুষ্ঠিত হল 'নমঃশূদ্র লোক-সংস্কৃতি উৎসব ২০২৫। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজু ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ ভোলানাথ বিশ্বাস, সৈকত দাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এছাড়া নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের একাধিক সদস্য ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকগন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে ধ্রুবজ্যোতি সেন।

বস্ত্র বিতরণ পাঁচলার সেপাইপাড়ায়

নুরুল ইসলাম খান ● পাঁচলা

আপনজন: জমিয়তে উলামায়ে 'আসাম বাংলা'র সম্পাদক পীরজাদা মাওলানা মেহরাব সিদ্দিকীর তরফে শনিবার ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচলা থানা কমিটির শাখা অফিস সেপাইপাড়ায় এই সভায় এলাকার গরিব মানুষ কে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম আধিকারিক পীরজাদা মাওলানা মিনহাজ সিদ্দিকী।

ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দেদে জামান আলা হযরত দাদা হুজুর প্রতিষ্ঠিতত সংগঠনটির এলাকায় জনহিতকর কাজ করছে। নাজিম মোল্লা, আশিকুল,সাবদুল খান,বাবাই মোল্লা ও আফাত সেপাই ছাড়া অনেকেই এদিন উপস্থিত ছিলেন। সভা উপলক্ষে অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল ব্যপক।

আবার তারকা ফুটবলারের চোট, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে চাপে সুনীলরা

আপনজন ডেস্ক: শেষ ১২ ম্যাচে ৭টি হার এবং ৫টি ড্র-এর পর অবশেষে মুখে হাসি ফুটেছে ব্লু টাইগার্সদের। সেই সঙ্গে মানোলো মার্কুয়েজ রোকার তত্ত্বাবধানে মলদ্বীপের বিরুদ্ধে প্রথম জয়ের মুখ দেখল ভারত। এবার তাদের সামনে বাংলাদেশ। তবুও মলদ্বীপকে হারিয়ে খুশির হাওয়া ভারতীয় শিবিরে। তবে ফুটবলারদের চোট ভাবাচ্ছে তাদের। একের পর এক তারকা চোটের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছেন। সেটাই বিরাট চিন্তার।
মলদ্বীপের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন গুরুতর চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ বললেন, ‘পরের ম্যাচে ব্রেন্ডন সম্ভবত খেলতে পারবে না। এটা আমাদের জন্য খুব খারাপ একটা পরিস্থিতি। তবে আমার বিশ্বাস ওর জায়গায় কেউ না কেউ আসবে।’
বাংলাদেশের মুখোমুখি হওয়ার আগে মলদ্বীপের বিরুদ্ধে এই জয় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে ভারতীয় দলকে। মানোলো বলেন, ‘যে কোনও জয় দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তবে শুধু বাংলাদেশ নয়, যে কোনও দলের বিরুদ্ধে যে কোনও ম্যাচই কঠিন।’ অন্যদিকে, জাতীয় দলের জার্সি গায়ে প্রথম গোল করতে পেরে আপ্লুত লিস্টন কোলাসো।
এবার এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ জয়ের পর মানোলো মার্কুয়েজ বলেন, ‘যখনই আপনি কোনও ম্যাচ জিতবেন, সেটা অবশ্যই আনন্দের। খেলা ভাল হোক বা খারাপ, দীর্ঘ অপেক্ষার পর এই জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’ মলদ্বীপকে হারানোর পর এবার এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ভারত। শেষ চার সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি ভারত। তাই বাংলাদেশকে একেবারেই হালকাভাবে নিতে চান না মানোলো। তিনি বলেন, ‘অনেক কঠিন লড়াই পরের ম্যাচে হতে চলেছে। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।’
মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে ভারতীয় দল। হামজা চৌধুরীদের বিরুদ্ধে জয় পেলে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে সুনীল ছেত্রীদের। তবে তার মধ্যে একের পর ফুটবলারের চোট সমস্যা বাড়াছে মানেলোর।

সুপার ক্লাসিকোতে আর্জেন্টিনাকে ঠেকাতে রক্ষণে জোর দিচ্ছেন আরানা

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার লড়াই ছাপিয়ে যায় অন্য সবকিছুকে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের (কনমেবল) বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এবার আরেকটি ‘সুপার ক্লাসিকো’ দেখার অপেক্ষায় ফুটবলবিশ্ব। ১ পয়েন্ট পেলেই মূল পর্বের টিকিট কাটবে আলবিসেলেস্তেরা। লিওনেল মেসি, পাওলো দিবালাদের হারিয়ে আক্রমণভাগে কিছুটা ধার কমেছে আর্জেন্টিনার। তবুও ঘরের মাঠে স্বাগতিকদের সমীহ করার কথা বললেন ব্রাজিলের গিলের্মো আরানা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠেকাতে নিজেদের রক্ষণভাগকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন অভিজ্ঞ এই লেফট ব্যাক। বাংলাদেশি সময় বুধবার ভোরে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসে শুরু হবে দু’দলের মাঠের লড়াই। যদিও দু’দলকেই খেলতে হবে নিজেদের পোস্টার বয়কে ছাড়াই। পায়ের চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন লিওনেল মেসি ও নেইমার জুনিয়র। স্বাগতিকদের দলে দিবালাসহ আক্রমণভাগে নেই লাওতারো মার্টিনেজও। শেষ ম্যাচের কার্ডে টানা দুই ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখে খেলতে পারছেন না ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালিয়াস। অন্যদিকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৪টি হলুদ কার্ড দেখে ফেলেছেন ব্রুনো গিমারায়েস। যার কারণে মাঝমাঠের এই খেলোয়াড় পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকবেন। শেষ ম্যাচে মাথায় আঘাত পেয়ে খেলছেন না গোলকিপার আলিসন বেকারও। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা মাঠের বাইরে থাকলেও দু’দলের সুপরিচিত দ্বৈরথে মোটেও ভাটা পড়বে না বলে মনে করেন আরানা। বরং তিনি মনে করেন দল দু’টির দ্বৈরথের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যোগ হতে যাচ্ছে নতুন এক অধ্যায়। শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই ২৭ বছর বয়সী ডিফেন্ডার বলেন, ‘এটি বিশাল একটি দ্বৈরথ। দু’দলেই দৃঢ়তাসম্পন্ন খেলোয়াড় থাকাটা স্বাভাবিক কেননা দু’দলই জয়ের জন্য লড়াই করে। তবে আমাদের প্রয়োজন ফলাফল। আমরা সেখানে রক্ষণে ভালো করতে এবং ভালো ফুটবল খেলে জয় নিয়ে ফেরার ভাবনা নিয়ে খেলব।’
অ্যাটলেটিকো মিনেইরোর ডিফেন্ডার যোগ করেন, ‘এটি একটি ভিন্ন আবহ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খেলোয়াড় আছে, যারা আগেও এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে।’ আর্জেন্টিনার খেলার মান নিয়ে মনোযোগী পর্যবেক্ষণ রয়েছে এই সেলেসাও ডিফেন্ডারের। তাদের আক্রমণভাগকে রুখে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আরানা বলেন, ‘আমরা জানি যে, আর্জেন্টিনা দারুণ একটি সময় কাটাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরও মানসম্পন্ন পেশাদার খেলোয়াড় রয়েছে। ওদের কিছু ভিডিও দেখেছি এবং ওদের খেলোয়াড়দের যে মান, তাতে আমাদের খুব মনোযোগী থাকতে হবে। এবং আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগকে অকার্যকর করে রাখতে হলে ভালো অবস্থায় থাকতে হবে।’
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের (কনমেবল) বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তালিকায় ১৩ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে আর্জেন্টিনাই। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্টে দুইয়ে ইকুয়েডর। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে ব্রাজিল। শীর্ষ ৬ দল সরাসরি সুযোগ পাবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। সপ্তম দলকে ডিঙিয়ে আসতে হবে প্লে অফ পর্ব।

৪ ওভারে আর্চারের ৭৬ রান, এমন কিছু আগে দেখেনি আইপিএল

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের তুলোধুনা হওয়া তো আর নতুন কোনো গল্প নয়। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে কে কোনো দিন ‘ধরা’ খেয়ে যান, কে বলতে পারে! সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে আজ যেমন খেলেন জফরা আর্চার। আইপিএলে রান বিলানোর রেকর্ডও গড়ে ফেলেছেন তিনি।
আজ রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ২০ ওভার ৬ উইকেট হারিয়ে ২৮৬ রান করেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৪ ওভার বল করে কোনো উইকেট না পাওয়া আর্চার একাই দিয়েছেন ৭৬ রান।
এত দিন আইপিএলের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান দেওয়ার রেকর্ডটি ছিল মোহিত শর্মার। গুজরাট লায়নসের এই বোলার গত আসরেই ৪ ওভার ৭৩ রান দিয়েছিলেন, তাঁকে এবার ছাড়িয়ে গেছেন আর্চার। তালিকার তিন নম্বরে থাকা ঘটনাটা অবশ্য একটু পুরোনোই– ২০১৮ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ৭০ রান দিয়েছিলেন বিশাল থাম্পি।
ইনিংসের পঞ্চম ওভারে প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে আসেন আর্চার। ট্রাভিস হেড ও ঈশান কিষানের সামনে ওই ওভারেই ২৩ রান দেন তিনি। এরপর আবার ১১তম ওভারে বোলিংয়ে এসে তুলনামূলক ভালো করেন আর্চার, এই ওভারে দেন ১১ রান। এক ওভার পর এসে ২২ রান দেন তিনি। ১৮তম ওভারে নিজের কোটার শেষ ওভারে এসে তিনি হজম করেন ২৩ রান।
আর্চারকে এমন তুলোধুনা করার দিনেও অবশ্য দলীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়তে পারেনি হায়দরাবাদ। নিজেদেরই গড়া গত বছরের ২৮৭ রানের চেয়ে এবার এক রান পিছিয়ে ছিল তারা।

‘অভিষেকে’ আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি ঈশানের, রান পাহাড়ে চড়ে জিতল হায়দরাবাদ

আপনজন ডেস্ক: ১৪ ম্যাচে ১৪৮.৮৩ স্ট্রাইক রেটে ৩২০ রান। তবু আইপিএলের সর্বশেষ মৌসুমটাকে ভালো বলার উপায় নেই ঈশান কিষানের। ১৪ ইনিংসে মাত্র একবার ৫০ ছুঁতে পেরেছিলেন। তাঁর দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস একদমই ভালো করতে পারেনি। ১০ দলের মধ্যে দশম হয়েছিল ঈশানের মুম্বাই। ঈশানকে এরপর ছেড়ে দেয় মুম্বাই। নিলামে তাঁকে কিনে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আর নতুন দলে অভিষেকেই আজ সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান। ১০ বছর ও ১০৬ ম্যাচের আইপিএল ক্যারিয়ারে যা ঈশানের প্রথম সেঞ্চুরিও। সেটি ঈশান পেলেন আইপিএল ক্যারিয়ারে নিজের ১০০তম ইনিংসে! ঈশানের সেঞ্চুরির ম্যাচটা বড় ব্যবধানেই জিতেছে হায়দরাবাদ। মাত্রই ১ রানের জন্য আইপিএলে নিজেদেরই গড়া দলীয় সর্বোচ্চ রানের স্কোর ছুঁতে না পারা হায়দরাবাদ করে ৬ উইকেটে ২৮৬ রান। রান তাড়ায় রাজস্থান রয়্যালস পুরো ২০ ওভার খেলে করতে পারে ৬ উইকেটে ২৪২ রান। হায়দরাবাদ জিতেছে ৪৪ রানে। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ঈশান যখন ব্যাট করতে নামেন ৩.১ ওভারে হায়দরাবাদের স্কোর ৪৫/১। ১১ বলে ২৪ রান করে মাত্রই ফিরে গেছেন অভিষেক শর্মা। এরপর ৩৮ বলেই আরেক ওপেনার ট্রাভিস হেডকে নিয়ে ৮৫ রান যোগ করেন ঈশান। ৩১ বলে ৬৭ রান করে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান হেড ফেরার পর নিতীশ কুমার রেড্ডি (১৫ বলে ৩০) ও হাইনরিখ ক্লাসেনের (১৪ বলে ৩৪) সঙ্গে ৭২ ও ৫৬ রানের জুটি গড়েন ঈশান। ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ক্লাসেন যখন ফিরলেন ৮৬ রানে অপরাজিত ভারতের হয়ে ৩২টি টি-টোয়েন্টি খেলা ঈশান। সন্দীপ শর্মার করা ওই ওভারের চতুর্থ ও পঞ্চম বলে টানা দুই ছক্কায় ৯৮ রানে পৌঁছে যাওয়া ঈশান ওভারের শেষ বলে ‘ডাবল’ নিয়ে পৌঁছে যান ১০০-তে। ৪৭ বলে ১০৬ রান করার পথে ১১টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন ঈশান।
ঈশানদের ঝড়টা সবচেয়ে বেশি

আইপিএল

টের পেয়েছেন জফরা আর্চার। ইংলিশ পেসার ৪ ওভারে দিয়েছেন ৭৬ রান। যা আইপিএলে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বোলিংয়ের রেকর্ড। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে এক ম্যাচে এর চেয়ে বেশি রান দেওয়ার ঘটনা আছে মোটে সাতটি।
রান তাড়ায় নিজেরাও বড় রান করলেও একবারও মনে হয়নি রাজস্থান এই ম্যাচ জিততে পারে। দলটির হয়ে ৩৫ বলে সর্বোচ্চ ৭০ রান করেছেন ধ্রুব জুরেল। এ ছাড়া ৩৭ বলে ৬৬ রান করেন ইমপ্যাক্ট হিসেবে নামা ওপেনার সঞ্জু স্যামসন।

হুইলচেয়ারে থাকলেও চেন্নাই আমাকে নেবে–বললেন ধোনি

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছেন প্রায় ছয় বছর আগে। খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন শুধু আইপিএলে। তবে সেটাও ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজের ভূমিকা পরিবর্তন করে। উইকেটে যান হাতে গোনা কিছু বল বাকি থাকতে। নেমেই ঝড় তোলার চেষ্টা। তাতে সফলও বলা চলে। গত আইপিএলে রান করেছেন ২২০ স্ট্রাইক রেটে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু ওঠেই। জুলাইয়ে বয়স হতে চলেছে ৪৪ বছর। চেন্নাই সুপার কিংসে (সিএসকে) শুধু শেষ দিকে মাঠে নামার জন্য আর কত দিন খেলে যাবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি? চারপাশ থেকে উঠতে থাকা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। আজ মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আইপিএলের ১৮তম আসরে খেলতে নামছেন ধোনি। চেন্নাইকে ৫টি শিরোপা জেতানো এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ‘আর কত দিন’ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন, তাতে অবশ্য ভবিষ্যতে প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিকই হয়ে ওঠার কথা কারও কাছে। জিও স্টারকে ধোনি বলেন, ‘সিএসকের হয়ে যত দিন ইচ্ছা খেলতে পারি। এটা আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি। আমি হুইলচেয়ারে থাকলেও তারা আমাকে নেবে।’ মাঝে দুই মৌসুম বাদ দিলে ২০০৮ থেকে ২০২৩ সাল মৌসুম পর্যন্ত আইপিএলে চেন্নাইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ধোনি। গত মৌসুমে দায়িত্ব ছাড়েন রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের কাঁধে। সেই রুতুরাজও বলছেন, ধোনির সামর্থ্য অনেকটা আগের মতোই আছে। মুম্বাইয়ের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে রুতুরাজ বলেন, ‘নতুন অনেক খেলোয়াড় দলে যোগ দিয়েছে। উনি (ধোনি) যেভাবে মারেন, কখনো কখনো নতুন যোগ দেওয়া খেলোয়াড়েরাও তেমন ভালোভাবে মারতে পারে না। অবশ্যই এটি আমাদের অনেককে অনুপ্রাণিত করে, এর মধ্যে আমিও আছি।’ রুতুরাজ যোগ করেন, ‘সে ৪৩ বছর বয়সে যা করছে, তা সত্যিই অসাধারণ। আমাদের কিছু নির্দিষ্ট শক্তির দিক রয়েছে, যা আমরা গত দুই বছর ধরে অনুসরণ করে আসছি। তাই, আমার মনে হয় এখানে তেমন কোনো পরিবর্তন আসছে না এবং আশা করি, সে আমাদের জন্য এভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে যাবে।’
গত মৌসুমে ১১ ইনিংসে মাত্র ৭৩ বল ব্যাটিং করেন ধোনি। এর মধ্যে ছক্কা মেরেছিলেন ১৪টি, চার ১৩। এবারও ধোনির খেলবেন শুধু চার-ছক্কা মারার জন্য, এমনটাই জানিয়েছেন চেন্নাই অধিনায়ক, ‘ম্যাচে তিনি যা অর্জন করতে চান বা মাঠে যে ভূমিকা রাখতে হয়, তিনি সেভাবেই অনুশীলন করেন। বিষয়টা আসলে সহজ, যত বেশি ছক্কা মারা যায় সে লক্ষ্যই থাকবে (তাঁর), কীভাবে ছন্দে ও ভালো অবস্থানে থাকা যায় সেই চেষ্টাই করবেন।’

আইপিএলে কোন দল কেমন

ছক্কাবাজ স্যামসন আর চোট থেকে ফেরা আর্চারে বাজি রাজস্থানের

আপনজন ডেস্ক

আরও একটা আইপিএল শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ থেকে। ১০ দলের এই আসরে এবার শিরোপা জিতবে কারা? টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

রাজস্থান রয়্যালস
অধিনায়ক: সঞ্জু স্যামসন
কোচ: রাহুল দ্রাবিড়
শিরোপা: ১টি (২০০৮)
স্কোয়াড: ২০ জন
ভারতীয়: ১৪ জন
বিদেশি: ৬ জন
রিটেইনড (ধরে রাখা খেলোয়াড়): যশস্বী জয়সোয়াল, সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল, রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমায়ার, সন্দীপ শর্মা
নিলামে ক্রয়: জফরা আর্চার, তুষার দেশপান্ডে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মহীশ তিকশানা, নীতীশ রানা, ফজলহক ফারুকি, কোয়েনা মাফাকা, আকাশ মাধওয়াল, বৈভব সূর্যবংশী, শুবম দুবে, যুধবীর সিং, কুমার কারিকেয়া, কুনাল রাঠোর, অশোক শর্মা।

শক্তি ◆ রাজস্থানের দলটি অনেকটাই অপরিবর্তিত। জস বাটলারকে ছাড়লেও সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সোয়াল, শিমরন হেটমায়ার, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল ও সন্দীপ শর্মারা এবারও দলে আছেন। তাঁদের নিয়েই গত তিন আসরে একধরনের ধারাবাহিক সাফল্য পেয়েছে রাজস্থান। ২০২২ সালে ফাইনাল খেলার পর ২০২৩ সালে পঞ্চম, এরপর গত মৌসুমে তৃতীয় স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে দলটি। ওপেনিংয়ে একদিকে জয়সোয়াল, অন্যদিকে স্যামসন। মিডল অর্ডারে পরাগ ও জুরেল। সঙ্গে ক্যারিবীয় হার্ডহিটার হেটমায়ার। আর পুরো ব্যাটিং লাইনআপকে একসঙ্গে ধরে রাখার দায়িত্ব থাকবে এবার রাজস্থানে যোগ দেওয়া অভিজ্ঞ নীতীশ রানার। সব মিলিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাটিং লাইনআপই বলা যায় রাজস্থান রয়্যালসের।
◆ নিলামে কার্যকর সব ক্রিকেটারকেই দলে নিয়েছে রাজস্থান। শ্রীলঙ্কার দুই স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও মহীশ তিকশানাকে দলে নিয়েছে তারা। ইংলিশ পেসার জফরা আর্চার, আফগানিস্তানের বাঁহাতি পেসার ফজলহক ফারুকিকেও কিনেছে তারা। দেশি পেসার হিসেবে দলে নিয়েছে তুষার দেশপান্ডেকে, যিনি গত ২ আসরে চেন্নাইয়ের হয়ে উইকেট নিয়েছেন ৩৮টি।
◆ রাজস্থানে কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের ফেরা দলটিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী এই কোচ ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের হয়ে খেলেছেন। ২০১৪ সালে ছিলেন রাজস্থানের মেন্টর।
দুর্বলতা ◆ দলে হাসারাঙ্গা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত কোনো অলরাউন্ডার নেই। চোটপ্রবণ এই ক্রিকেটার আবার চোটে পড়লে দলের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।
◆ আর্চারকে দলে নিতে ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা খরচ করেছে রাজস্থান। মানে বিশেষ পরিকল্পনাতেই আছেন আর্চার। চোট থেকে ফেরা আর্চার এখনো নিজের সেরা অবস্থায় ফিরতে পারেননি।◆ চোটের কারণে প্রথম তিন ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ক স্যামসন অধিনায়কত্ব করবেন না। নেতৃত্ব দেবেন পরাগ। টুর্নামেন্টের শুরুটা ভালো না হলে এর প্রভাব পড়তে পারে সামনেও।
◆ রাজস্থানের লোয়ার ব্যাটিং অর্ডার খুব একটা শক্তিশালী নয়। হয়তো আর্চারকে ব্যাটিং করতে হতে পারে ৮ নম্বরে। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে ইমপ্যাক্ট সাব।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**